সাবিত্রী সত্যবান নাটক ।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ

প্রণীত ।

কলিকাতা ।

জি, পি, রায় এণ্ড কোং দ্বারা বিদ্যোৎসাহিনী

সভার কারণ মুদ্রিত,

কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন নং ৬৭ ।

শকাব্দা ১৭৮০

বিনা মূল্যেন বিতরিতব্যং ।

বিজ্ঞাপন।

সাবিত্রী সত্যবান নাটক, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মহাভারতীয় বন পর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানে সাবিত্রী সত্যবান বিষয়ক আখ্যায়িকা বিশেষ রূপে লিখিত থাকায় এস্থলে সে বিষয় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতোপাখ্যানের সাবিত্রী চরিত হইতে কেবল মর্ম্ম মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, নতুবা কোন কোন স্থান অসংলগ্নবোধে পরিত্যক্ত স্থান বিশেষে নূতন ঘটনায় অলঙ্কৃত করা গিয়াছে, যাঁহারা সংস্কৃত জানেন তাঁহারা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে মহাভারতীয় সাবিত্রী সত্যবানের উপাখ্যান অতীব সুন্দর, ইহার রমণীয়ভাব ও কমনীয় প্রতিভার দ্বারা পাঠকগণ সময়ে সুন্দর রসে সম্মোহিত হয়েন তাহার সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ বঙ্গীয় স্ত্রীলোকের সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান বিশেষ রূপে জানা আবশ্যক, যদ্দারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উদাহরণ স্বরূপে ও ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষায় তদনুসরণে সমর্থা হইবে। এক্ষণে সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান নাটকাকারে পরিণত করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ সমীপে সমর্পণ করিলাম, বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণের পাঠ যোগ্য এবং নগরীয় অন্যান্য রঙ্গভূমির অভিনয়ার্হ হইলেই পরিশ্রম ও ধন ব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।

কলিকাতা
বিদ্যোৎসাহিনী সভা
১৭৮০ শকাব্দ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

নট	অধিকারী।
নটী	বারাঙ্গনা।
বিদূষক	ভাঁড়।
রাজা	সাবিত্রীর পিতা।
মন্ত্রী	
পুরোহিত...	
দ্বারী	
সনক প্রেরিত ঋষিকুমারদ্বয়..	
ঋষিকুমারদ্বয়	
মহর্ষি চ্যবন	
রাজা দ্যুমৎসেন	সত্যবানের পিতা।
সত্যবান	নায়ক।
পৈলব ও শার্ঙ্গরব সনাতন ..	
শ্বেতগর্ভ } মঙ্গলগর্ভ } ..	ঋষিকুমার সত্যবানের সখা
পুরজন	
কঞ্চুকী	
দূতত্রয়	ভিন্ন ভিন্ন রাজা প্রেরিত দূত
নারদ ..	

যম	ধর্ম্মরাজ মৃত্যু।
সনক	
সনক শিষ্য	
দেবী	সাবিত্রীর মাতা।
রাজ্ঞী	দ্যুমৎসেন মহিষী সত্যবানের মাতা
সাবিত্রী	নায়িকা।
সাগরিকা	সাবিত্রীর সখীগণ।
তরলিকা	
বুদ্ধিমতিকা	
হেমলতিকা	
মদনিকা	
চূতলতিকা	

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

প্রথম কাণ্ড।

প্রথম অঙ্ক।

রাজ প্রাসাদানন্তর্ব্বর্ত্তি গৃহ।

নটের প্রবেশ।

নট। (চতুর্দ্দিকে অবলোকনানন্তর (সহর্ষে) আহো! আমার মানস সফল হইয়াছে আমার এবম্প্রকার ভরসা ছিল না যে এই সামান্য অভিনয় ক্রিয়ায় নগরীয় অসদৃশ গুণশালী মহোদয়গণ সভাস্থ হইবেন, অতএব যখন ইহাঁরা সমধিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অত্র উপস্থিত হইয়াছেন তখন বিশেষ রূপে ইহাঁদি-গের চিত্ত রঞ্জন করা বিধেয়, এক্ষণে প্রিয়াকে আ-হ্বান করি।

(নেপথ্যে অবলোকনানন্তর।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল আড়খেমটা।

এস আজ প্রেয়সি এই রাজার সভায়,
তোমা বিনে গুণিগণের মনকে জুড়ায়।
করি গান মনোহর, গুণিগণ মনোহর,
মনোহর স্বর বিধি দিয়াছে তোমায়॥

(গান করিতে করিতে নটীর প্রবেশ।)

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ, তাল আড়খেমটা।

নটী। রসরাজ কেন আজ আমারে ডাক রাজ সভায় হে বলনা ছলনা কেন কর ললনায় হে, ত্যাজি লাজ গৃহ কাজ, রসরাজ একি কাজ, সুজন সমাজে একি সাজে অবলায় হে।

নট। (সাহ্লাদে) প্রিয়ে! সাধু সাধু তোমার কণ্ঠ নির্গলিত সুমধুর গীতিকা শ্রবণে সভাস্থ সমস্ত লোক চিত্ত পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতেছেন, আহা! প্রিয়ে! এই নিমিত্তেই ভবসংসার তারণ কারণ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার শ্রীচরণ প্রার্থনায় মুমুক্ষু যোগী সকল শতাধিক বর্ষ কঠোরসাধনা করিয়া অভীষ্টসিদ্ধ হইতে পারেন না, তিনি গোপ কুলবধুগণের চরণ কমলে

আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, প্রেয়সি! বিধির রমণী নির্ম্মাণে একটী সতন্ত্র অভিপ্রায় আছে তাহার সন্দেহ নাই।

নটী। নাথ সে যাহাহউক এক্ষণে অধিনীকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিলেন?

নট। প্রিয়ে! দেখ দেখি অদ্য সভার কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে নগরীয় যাবদীয় সদ্বিদ্বান্ প্রভৃত ধনশালী মহাশয়গণ সভারোহণ করিয়াছেন, অদ্য এই রঙ্গ-ভূমি সার্থক হইল, এক্ষণে বল দেখি কোন বিষয় অ-বলম্বন করিয়া উপস্থিত মহাশয়গণের চিত্তরঞ্জন করি?

নটী। নাথ! আমরা অবলা জাতি উত্তমাধম বিবেচনায় অশক্তা অতএব আপনি যে বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন তাহাই আমার শিরোধার্য্য হইবেক।

নট। প্রিয়ে! এই কঠোর নিদাঘকালে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে প্রাণিগণ সন্তাপিত এক্ষণে সায়ংকাল প্রাপ্তে গত ক্লম হইয়াছেন, অতএব বীর রসাদি ইহাঁদিগের বিষসম বোধ হইবে। তন্নিমিত্ত করুণারস বর্ণনা দ্বারা উপস্থিত মহাশয়দিগের চিত্তরঞ্জন করি।

গীত।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ, তাল আড়খেমটা।

তবে কই প্রেমময়ই আমার বাসনা এখন,

সাবিত্রীর উপাখ্যান করিব বর্ণন,
তুমি লো স্বামিনী বিনে, কেবা বল ত্রিভুবনে,
সহায়তা হেন স্থানে করে সর্ব্বক্ষণ।

নটী। নাথ! আমি একে অবলা তাতে আবার লজ্জাধীনা এমন মহৎ সভায় অভিনয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে অধিনী শক্তা নহে।

নট। প্রিয়ে! এক্ষণে চাতুরির সময় নহে আর তুমি সর্ব্বগুণ সম্পন্না।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ, তাল আড়খেমটা।

ওলো বিধুমুখি রমণী যে সকলের আধার,
রমণীর সুবচনে সুধাক্ষরে প্রতিক্ষণে।
তৃপ্ত করে মন প্রাণে যুবক সভার,
তাই বলি ও সুন্দরি শিখেছ যা যত্ন করি।
অনুরূপে তৃপ্ত কর বাসনা আমার,

প্রিয়ে! দেখ ক্রমে রজনী বর্দ্ধিতা হইতেছে, আর বিলম্বে আবশ্যক নাই এক্ষণে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত সাবিত্রী সত্যবান নামক নাটকের অনুরূপণে যত্নবতীহও।

নটী। যে আজ্ঞা।

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট, তাল আড়খেমটা।

এস আজ রসরাজ আমার হৃদয় রতন,
সাবিত্রীর উপাখ্যান করিব বর্ণন।
এস নাথ দুইজনে, নৃত্য গীত বাদ্যসনে,
তুষ্ট করি সুযতনে রসিকেরি মন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(পট প্রক্ষেপ।)

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

প্রথম কাণ্ড।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাজপুরী। (পটোত্তোলনানন্তর) বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক। (স্বগত) মহারাজ সকল প্রকারে সর্ব্বতোভাবে সুখে সাম্রাজ্য পালন করিতেছেন, কিন্তু কেবল সন্তান বিহীনে সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকেন, পরমেশ্বর নানা গুণে উপেত প্রভুত ধনের অধিপতি করিয়া কেবল একটি সন্তান রত্নে বঞ্চিত করত চিরদুঃখী করিলেন, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে, তা, যাই, যাহাতে মহারাজ সুখী হন তাহাই আমার কর্ম্ম, চিন্তা করিলে কি হইবে।

(নেপথ্যে) বৈতালিক দ্বয়। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক।

গীত।

রাগ কেদার, তাল চৌতাল।

দুর্জ্জনের যমসম সুজন পালনে মতি,
সসাগরা ধরাতলে একছত্র অধিপতি,

অশ্ব গজ বহুতর, ধনে শ্রেষ্ঠ ধনেশ্বর,
অচলা কমলাসহ বিরাজিত লক্ষ্মীপতি।

বিদূষক। (আকাশে কর্ণ প্রদান পূর্ব্বক) ভো! মহারাজ এই দিকেই আসিতেছেন তবে তাঁহার পার্শ্ব পরিবর্ত্তী হই।

(পরিজন, রাজা, মন্ত্রী ও পুরোহিতের প্রবেশ।)

বিদূষক। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক।

রাজা। বয়স্য! এই নিভৃত স্থানে একাকী কি করিতে ছিলে?

বিদূষক। বয়স্য। রাজ্ঞী প্রেরিত মোদক খণ্ড গলদেশ পর্য্যন্ত আহার করিয়া চলৎশক্তি বিহীন হইয়াছি তন্নিমিত্ত এই স্থানে উপবেশন করিয়া মহারাজের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম।

রাজা। (সহাস্যে) ঔদারিকদিগের ভোজন দ্রব্যই বিষয়।

বিদূষক। মহারাজ! এক্ষণে আপনকার একটী পুত্র হইলেই পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মোদকখণ্ড আহার করত রাজপ্রসাদ স্বরূপ কঙ্কন বলয় হস্তে দিয়া রাজকুমারের দীর্ঘায়ুঃ প্রার্থনা করি।

পুরোহিত। মহারাজ! এক্ষণে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করুন, যদ্দ্বারা অবশ্যই দৈববলে পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

রাজা। মন্ত্রিন! ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালিতব্য, অতএব যজ্ঞের আয়োজন কর?

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

দ্বিতীয়। মহারাজের মঙ্গলেই অস্মদাদির মঙ্গল।

রাজা। আর্য্য সনকের কুশল-তো?

প্রথম। হাঁ মহারাজ!

রাজা। তবে আপনাদিগের আগমন প্রয়োজন শুনিতে বাসনা হইতেছে।

দ্বিতীয়। মহারাজ! আর্য্য সনক আমাদিগকে মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন।

রাজা। কি কারণ?

প্রথম। মহারাজ যজ্ঞ করিবেন তা আমরা যজ্ঞের পরিচার্য্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইব।

রাজা। মহান্ অনুগ্রহ।

(দ্বারির প্রবেশ।)

দ্বারী। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, মহারাজ! মন্ত্রী মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন কারণ দ্বারে দণ্ডায়মান আপনার অনুমতি হইলে আনয়ন করি।

রাজা। শীঘ্র আনয়ন কর।

(দ্বারির প্রস্থান)

(তদনন্তরে মন্ত্রির প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, মহারাজ! যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে ঋষিগণ উপস্থিত হইয়াছেন এ-ক্ষণে মহারাজ দেবীর সহিত যজ্ঞস্থলে গমন্ করিলেই যজ্ঞারম্ভ হয়।

বিদূষক। আহারের উদ্যোগ হইয়াছে?

মন্ত্রী। (সহাস্যে) অগ্রেই ব্রাহ্মণ ভোজন।

বিদুষক। ওরে মুর্খ তুই জানিস কি? অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে গলদেশ পর্য্যন্ত আহার করাইবে পরে যজ্ঞ আরম্ভ হইলে যজ্ঞ ফলবতি হয়, নতুবা ক্ষুধানলে দগ্ধ ব্রাহ্মণ-গণ কদাচ অগ্নিতাপ সহ্য করিতে শক্ত হয় না।

রাজা। বয়না! তাহাই হইবে এক্ষণে যজ্ঞস্থলে গমন করা যাউক।

বিদুষক। মহারাজ যজ্ঞস্থলে গমন করুন আমি রন্ধন-শালায় যাই।

রাজা। এক্ষণে তথায় গিয়া কি হইবে।

বিদুষক। তথায় পাঁচ প্রকার আহারীয় দ্রব্য আছে অগ্রে উত্তমরূপে আহার করিয়া পরে যজ্ঞস্থলে গমন করিব।

মন্ত্রী। মহারাজ! উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ ভবদীয় রাজশ্রীর শুভাগমন অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজা। তবে আর বিলম্বে আবশ্যক নাই দেবি! এস এস আমরা উভয়েই গমন করি।

ঋষিকুমারদ্বয়। মহারাজ! যেমন ইন্দ্র শচীর সহিত ব্রহ্মা ব্রহ্মাণীর সহিত বিষ্ণু বৈষ্ণবীর সহিত গঙ্গা যমুনার সহিত শোভাপ্রাপ্ত হন সেই রূপ মহারাজ ও দেবীর সহিত অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছেন।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

প্রথম কাণ্ড।

তৃতীয় অঙ্ক।

পটোত্তোলনানন্তর।

(শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্রথম শিষ্য। সখে মাধব! উপাধ্যায় মহাশয় তোমাকে আশ্রম রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া ও আমাকে রাজভবনে গমনের অনুমতি করিয়া তপোবনে গমন করিলেন অতএব তুমি এস্থানে অবস্থান কর আমি রাজভবনে যজ্ঞ দর্শনে গমন করি।

দ্বিতীয়। ওহে সখা যজ্ঞ কোথায় হে?

প্রথম। তুমি কিছুই জান না অদ্য রাজভবনে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হইবেক মহারাজ দেবীর সহিত একত্র হইয়া আচার্য্য গণের নিকট পুত্রবর গ্রহণ করিবেন (আকাশে কর্ণদিয়া) ঐ শুন পটহ বাদ্য দ্বারা ঘোষণা কারিগণ যজ্ঞের সময় জ্ঞাত করিতেছে। (আকাশে কর্ণদিয়া) (নেপথ্যে পটহ বাদ্য) (ভো ব্রাহ্মণগণ ভো দরিদ্রগণ তোমরা অদ্য রাজভবনে গমন কর মহা-

রাজ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন ধনাগারের দ্বার মুক্ত হইয়াছে অদ্য যাহা যাচিঞা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে) (পুনর্ব্বার পটহ বাদ্য)

প্রথম। শুনিলে।

দ্বিতীয়। হাঁ শুনিয়াছি চল উভয়েই গমন করি। (সাহ্লাদে) আজি এত দিনে জগদীশ্বর কৃপা করিলেন। অদ্য প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই. ভাই তুমি যাহা পাইবে তাহা লইয়া কি করিবে?

প্রথম। আমি তাহা মুনির অজ্ঞাত সারে এই শিরীষ বৃক্ষ মূলে স্থাপিত করিয়া রাখিব। এবং আবশ্যক মতে ব্যয় করত নির্ব্বিবাদে জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ করিব।

দ্বিতীয়। সখে! তোমার তো বিবাহ হয় নাই, আমি (সাহ্লাদে) উঃ অদ্যই এই পীতাম্বর পরিত্যাগ করিয়া গৃহিণীর নিকট গমন করিব। (সহাস্যে) গৃহিণীর উঃ সুবর্ণ বলয় চক্রাকার নাসার উপর সেই আভরণ (কিঞ্চিৎ কাল মৌনাবলম্বন) আঃ নামটা ও ভুলিয়া গেলাম (চিন্তা করিয়া) সেটা বস্তু কর্ত্তৃক সুবর্ণ নির্ম্মিত মল বিশেষ, ভাই তুম্বিটা, আর ঘটিটা, লয়ে যেতে হইবে (সাহ্লাদে) উঃ তুমি পরিপূর্ণ ধন, এই তোমার সুবর্ণ বলয়ের মূল্য (উঃ) গৃহিণী এই রজতাভরণের মূল্য আঃ গৃহিণী অর্থলাভে কত সন্তুষ্টই হইবে।

প্রথম। সখে মাধব্য! তবে চল আর বিলম্বের আবশ্যক নাই।

(মহর্ষি চ্যবনের প্রবেশ)

উভয়ে। ভগবন্! প্রণাম করি।

চ্যবন। বৎসগণ চিরজীবি হও।

প্রথম। ভগবন্ কোথায় শুভাগমন হইবে।

চ্যবন। রাজ সদনে যজ্ঞ দর্শনে গমন করিতেছি।

প্রথম। ভগবন্! আমরাও সেইখানে যাইব।

চ্যবন। বটে ভাল ভাল তবে চল একত্রেই গমন করা যাউক।

দ্বিতীয়। কৈ মহাশয়! তুম্বিটুম্বি কিছুই যে আনেন্ নি? (স্বগত) বুড়োর যে মৃগচর্ম্ম ওতেই ঢুমোন ধরে আহা বড় বিস্মৃত হয়েছি আমার মৃগচর্ম্মখানা আনিলেই হতো।

চ্যবন। বৎস! কমুণ্ডলুর প্রয়োজন?

প্রথম। আজ্ঞা বলি, না ঐ মৃগচর্ম্মেই যথেষ্ট হবে।

দ্বিতীয়। (ইঙ্গিত দ্বারা মাধব্যকে নিরস্ত করিয়া) আজ্ঞা না সেস্থানে উপবেশনের অনেক আসম আছে।

চ্যবন। যে আসন হউক না কেন এক খান। উপাদান হইলেই হইবেক।

প্রথম। (স্বগত) উঁঃ বুড়োর কি লোভ সুদ্ধ মৃগচর্ম্মে তুষ্ট নন পুনরায় আর এক খানা উপাদান আবশ্যক (প্রকাশ্যে) সখে! আমি সুদ্ধ তুম্বিটাও এই ঘটিটা

মাত্র আনিয়াছি ভাই আমার আর একটা থলে আবশ্যক।

দ্বিতীয়। (জনান্তিকে) সখে! তুমি কি ক্ষিপ্ত হইয়াছ? কাহার সহিত গমন করিতেছ তা দেখিছ না!

প্রথম। (সভয়ে চ্যবনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জনান্তিকে) হুঁ দস্যু এ কি দস্যু?

দ্বিতীয়। (সহাস্যে) চুপকর আর কথার আবশ্যক নাই, তোমার বুদ্ধির বৈলক্ষণ্য হইয়াছে।

চ্যবন। বৎস! রাজপুরী আর কত দূর?

দ্বিতীয়। আর বড় বিস্তর দূর নহে।

চ্যবন। তবে এই বৃক্ষ বাটীকার মধ্য দিয়া গমন করা যাউক।

দ্বিতীয়। যে আজ্ঞা।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

প্রথম অঙ্ক।

পটোত্তোলনানন্তর।

তপোবন সন্নিকটবর্ত্তি নদীতীর, দ্যুমৎসেন-রাজা ও রাজ্ঞীর প্রবেশ।

রাজ্ঞী। মহারাজ! পথি ভ্রমণে মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে অত্যন্তক্লান্ত হইয়াছেন, অতএব এই গিরিনদীতটে উপবেশন পূর্ব্বক তরঙ্গ বায়ু সেবন করুন, যদ্দ্বারা অবিলম্বেই গত ক্লম হইবেন সন্দেহ নাই, মহারাজ! জীব মাত্রকেই অবস্থাভেদে সকল সহ্য করিতে হয় এক্ষণে আপনি রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, সহায় হীন সম্পত্তি বিহীন হইয়া দীন হীনের ন্যায় বনবাসিগণের সহিত বনে বাস করত জীবনের অবশিষ্টকাল ক্ষেপণ করিতে হইবেক, (সাশ্রু নয়নে) হায়, বিধাতার কি বিড়ম্বনা যিনি এক কালে সসাগরা ধরার অধীশ্বর, শত শত রাজগণ যাঁহার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়-

মান থাকিতেন, যাঁহার রাজপুরীর সিংহ দ্বারের সম্মুখে শত সহস্র মত্তহস্তি নানাবিধ রত্নে সুসজ্জীভূত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিত, সহস্র সেনানিচয়ে যাঁহার রাজপুরী রক্ষা করিত, যিনি কখন চন্দ্রের কোমল কিরণও সহ্য করেন নাই সুবর্ণ নির্ম্মিত সিংহাসনে যিনি সর্ব্বদা উপবেশন করিতেন সেই মহারাজ এক্ষণে সহায় হীন সম্পত্তি বিহীন ও রাজ্যচ্যুত হইয়া, দীন হীনের ন্যায় তরুমূলে উপবেশন, বনজাত ফল ভক্ষণ ও গিরিনদীর উষ্ণোদক পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন।

রাজা। রাজ্ঞি! গত বিষয়ের অনুশোচনা করা বৃথা, এক্ষণে এই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই কর্ত্তব্য, এক্ষণে আমি অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়াছি কিঞ্চিৎ জল আনয়ন কর।

রাজ্ঞী। মহারাজ! সত্যবান্ ঋষিকুমারগণের সহিত বনজাত ফলাদির অন্বেষণে গমন করিয়াছে, অতএব আগত প্রায়, শুদ্ধ জল পান করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

রাজা। হে বিধাতঃ! রাজ্যচ্যুত ও নানা ক্লেশে ক্লেশিত করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই অন্ধ করিলেন, হায়, পূর্ব্ব জন্মে আমরা কত মহাপাতক করিয়াছিলাম তাহার ফল ভোগ করিতেছি বৎস সত্যবান! বৎস সত্যবান!

নেপথ্যে। পিতঃ।

রাজা। বাছা একবার অতি শীঘ্র এদিকে এস।

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্যবান। মহারাজ! ঋষিকুমারগণের সহিত বন মধ্যে ফলান্বেষণে গমন করিয়া ছিলাম এক্ষণে আমি উপস্থিত কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।

রাজা। বৎস! আমরা অতি নিষ্ঠুর, যে তোমার কুসুম সুকুমার বপু দ্বারা সমধিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইতেছে রাজতনয় ও রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া বনবাসিগণের সহিত বৃক্ষের ফলমূল ভক্ষণ ও গিরিনদীর কষায় জল পান ও একাকী অসহায় হইয়া বৃক্ষমূলে শয়ন করত যৌবন কাল অতিক্রমণ করিতেছ ইহাও আমাদিগকে সহ্য করিতে হইল।

সত্যবান। পিতঃ! এই অচিন্তনীয় অভূতপূর্ব্ব বিষয় জগদীশ্বরের স্বেচ্ছাভিন্ন কদাচ ঘটনা হইবার নহে। অতএব ঈশ্বরের স্বেচ্ছাধীন বিষয় কখনই উল্লঙ্ঘনীয় নহে পিতা ইহাতে আপনাদিগের দোষ কদাচ অপেক্ষিত হয় না, এক্ষণে এই সকল সুপক্ব ফল ভক্ষণ করত শ্রান্তি দূর করুন।

রাজ্ঞী। বৎস! মহারাজ অত্যন্ত পিপাসান্বিত হইয়াছেন; অতএব অগ্রে কিঞ্চিৎ জল প্রদান কর।

সত্যবান। জননি! এ স্থানের পার্ব্বতীয় জল অতি কষায় অনতি দূরে বনমধ্যে একটি উত্তম সরোবর আছে, তথা হইতে এই পত্র সম্পুটে সুমিষ্ট পানীয় জল আনয়ন করিয়াছি।

রাজ্ঞী। বৎস! এই বনমধ্যে আমাদিগের বাসার্থ একটি পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

সত্যবান। জননি! বন প্রবেশের পূর্ব্বেই কুটীর প্রস্তুত করিয়াছি।

রাজ্ঞী। বৎস! ভাল ভাল, না বলিতে যে অগ্রেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আয়োজন করে সেই সাধু!

রাজা। দেবি! তবে এ স্থানে অবস্থানের আর প্রয়োজন নাই, চল উটজে গমন করি।

(পট প্রক্ষেপেণ সর্ব্বে নিষ্ক্রান্তাঃ।)

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পটোত্তোলনানন্তর।

তপোবন, প্রভাত সময়।

(শৈলব ও শার্ঙ্গরবের প্রবেশ।)

গীত।

রাগিণী ললিত, তাল আড়াঠেকা।

শৈলব। ভজরে অবোধ মন সেই নিত্য সনাতনে।
কালাকাল নাহি জ্ঞান যেতে সমন সদনে॥
সংসারেরি এই রীতি, ক্ষণমাত্র হবে স্থিতি,
অবশেষে কাল গৃহে ফল পাবে কর্ম্ম গুণে।

সখে! দেখ দেখি প্রত্যুষ সময় কি রমণীয় কুমুদিনী স্বীয় কান্তকে লুকাইত হইতে অবলোকন করিয়া ম্লান-মুখী হইতেছে সারীশুক কিরীটি খঞ্জন কোকিল প্রভৃতি পক্ষিদলেরা সুমধুর স্বরে গানারম্ভ করিয়া মনের আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, মরাল সারস প্রভৃতি জল-

চর বিহঙ্গদল তরঙ্গিণীতীরে কুতূহলে ক্রীড়া করিতেছে, আহা সখে! দেখ দেখ পূর্ব্বদিকে পরিধি মণ্ডলে প্রভাকর প্রভাকরের আস্যবিলোকনে কমলিনী প্রেমভরে প্রস্ফুটিত হইয়া কি অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে, সখে! বায়ু, বন মধ্যস্থ যাবতীয় পুষ্পের সুবাস সংগ্রহ করিয়া গুরুভারে মৃদু মন্দগতিতে জনগণের কি মনোহর হইয়াছে, সখে! স্মেরাননা নবাঙ্গনা সুরত রঙ্গিণীকুল সমস্তা সর্ব্বরী পতি সঙ্গে নানারঙ্গে যাপন করত কেলি ভঙ্গের অনতি পূর্ব্বেই প্রভাতকালিন পটহ বাদ্য শ্রবণে শয্যাগ্রহণে বিরত হইয়া সুরতরঙ্গিনীতটে অবগাহন কারণ গমন করিতেছে, সখে! ঐ শুন তাহাদিগের চরণ নূপুর ধ্বনি।

শাঙ্গরব। সখে! যথার্থ বলিয়াছ।

চন্দ্রের কিরণ ক্রমে মলিন হইল।
মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতে লাগিল॥
কুসুম সৌরভে আমোদিত তপোবন।
স্বীয় স্বীয় রবে ডাকে যত দ্বিজগণ॥
নাথেরে মলিন দেখি হইয়া দুঃখিনী।
ঐ দেখ ম্লানমুখী হলো কুমুদিনী॥
শিশুগণ করিতেছে রোদনের ধ্বনি।
প্রবোধে তুষিছে মন তাদের জননী॥
ঋষিগণ করিছেন হরিগুণ গান।
কোকিল পঞ্চমস্বরে ধরিয়াছে তান॥

মৃগকুল যুথে যুথে বাহির হতেছে।
কোনদিকে কোথা যাবে মনে ভাবিতেছে॥
হুম্বারব করিতেছে যত গাভিগণ।
পূর্ব্বদিক হলো ক্রমে রক্তিমাবরণ॥
পদ্মিনী পাইয়া কাল পরিতেছে বেশ।
মাথানেড়ে কুমদীরে করিতেছে দ্বেষ॥
দণ্ড কমুণ্ডলধারি যত ঋষিগণ।
ঐ দেখ প্রাতঃ স্নানে করেন গমন॥
খেচরগণ সব আকাশে উঠেচে।
দেখ দেখ মরি কিবা শ্রেণী গাঁথিয়াচে॥
হংসকুল সরবরে দিতেছে সাঁতার।
ডাহুক ডাহুকী ডাকে সংখ্যা নাহি তার॥
প্রিয়তম! প্রভাত কি রমণীয় কাল।
কেবল চোরের পক্ষে ঘটিল জঞ্জাল॥
হরি আগমনে আর হরিনাদ নাই।
শার্দ্দূল আপন স্থানে পলায়েছে তাই॥
গাভি লয়ে রাখালেরা যাইতেছে মাঠে।
দেখ কিবা নাচিতেছে রাখালিয়া ঠাটে॥

(সনাতনের প্রবেশ।)

নাতন। সখে পৈলব! চল শীঘ্র স্নানে গমন করা যা উক, রাজভবনে গমন করিতে হইবে।

লব। হাঁ হাঁ বন্ধু! শুনিয়াছি মহারাণী কালে একটী কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছেন।

শাঙ্গরব। তবে চল ভাই শুভ কর্ম্মে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।

সনাতন। ঐ দেখ! স্ত্রীলোকেরা আসিতেছে তবে চল প্রস্থান করা যাউক।

পৈলব। কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর অগ্রে শিবশঙ্কর বিজ্ঞান দাস প্রভৃতি মহাশয়গণ উপস্থিত হউন পরে একত্রে গমন করা যাবে।

শাঙ্গরব। আচ্ছা বন্ধু বল দেখি রমণীও পুরুষ জাতি মধ্যে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ?

সনাতন। এই ভূমণ্ডলে রমণী জাতিই শ্রেষ্ঠ।

পৈলব। এমন কথা বলিও না রমণীকুল কদাচ বিশ্বসনীয়া নহে, ইহাদিগের দ্বারা সংসারের তাবদীয় ঘৃণিত কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, ইহাদিগের হৃদয়ে হলাহল, মুখে মধু, যে রসিক বর একবার ইহাদিগের করে কর প্রদান পূর্ব্বক প্রাণতুল্য প্রণয়িনী বোধে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন অবশেষে তিনিই সমূহ প্রকারে বিপদগ্রস্থ ও নানা ক্লেশে ক্লেশিত হইয়া নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত ও প্রদানে বাধ্য হইবেন, এমন ভয়ানক রমণী কুলকে কখনই বিশ্বাস করা ভদ্রের উচিত নহে, শাস্ত্রে আছে "ঘৃতকুম্ভ সমানারী তপ্তাঙ্গার সমাঃপুমান, তস্মাৎ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্রে স্থাপয়ে দ্বুধঃ" আরও, সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদিবা সুতং; যোনী ক্লিদ্যতি নারীণাং সত্যং সত্যং হি নারদ" গাভি সকল যেরূপ

প্রতি দিন নূতন নূতন তৃণ ভক্ষণে ইচ্ছা করে, সেই রূপ অঙ্গনাগণ ও প্রতি দিন নরপতি সঙ্গে রসরঙ্গে কাল ক্ষেপণে ইচ্ছুক, পুরাণ, ইতিহাস, এবং উপন্যাসাদি পাঠ করিলে বিশেষ রূপে জানিতে পারিবে, যে অবলাকুল কদাচ বিশ্বাসনীয়া নয়, কদাচ বিশ্বাসনীয়া নয়।

গীত।

রাগিণী বারোঁয়া, তাল মধ্যমান।

কে বলে সরলা কুলদারা, বিশ্বাস ঘাতিনী যারা,
নাপারে কি কর্ম্ম বল মর্ম্মে বাথা দিয়ে তারা।
মধু মাখা মুখে কথা, মনে মনে তার অন্যথা,
কত ছলে বলে কথা, চক্ষে ফেলে শত ধারা॥
ভুলে সে বিষম ছলে, পুরুষের মন ভোলে,
শেষে যায় রসাতলে, হয়ে ধনে প্রাণে সারা।

সনাতন। ভাই তোমার কথা আমার মনে লাগিল না সংসারে অঙ্গনা কুলই শ্রেষ্ঠ, আহা! রমণী পুরুষের প্রাণ স্বরূপা, যে লোক নিয়ত অবলাকুলে সহবাস করত তাহাদিগের হৃদয় ধন স্বরূপে গণ্য হয়, সেই ধন্য, এবং তাহারি জীবন সার্থক, সুরত রঙ্গিনীকুল স্বহৃদয়ের সহিত প্রণয় প্রকাশে বশীকরণে ত্রুটি করে না, আহা! তাহাকে ধিক, যে ব্যক্তি প্রাণসম প্রিয়-তমা ললনাকে কটু কথা প্রয়োগে বনবাস, বা গত্য-

স্তর স্বীকারে বাধ্য করায়, শ্রীরামচন্দ্র যাঁহার দয়ার পরিমাণ জগতীতলে বিশেষ রূপে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, যাঁহার শাসন গুণে তৎ সাম্রাজ্যস্থ সামান্য মানবগণ ও সময়ে সময়ে তাঁহার দুঃখে দুঃখী ও তাঁহার সুখে সুখী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগেও অস্বীকৃত ছিল না, এমত মহাগুণ সাগর রামচন্দ্র ও পতিব্রতা সীতার প্রতি কি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রকাশ করিয়া ছিলেন, নলরাজা যিনি রূপে গুণে বিদ্যা বলে সকলের প্রিয়, সকলের আদরণীয় ও অনেকের পূজ্য হইয়াছিলেন, তিনিও পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা পতিপ্রাণা দময়ন্তীর সহিত অতীব অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, আহা, শ্রবণে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সময়ে নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়, এবং বিজাতীয় করুণার উদয় হয়, তিনি বিবিধ গুণে উপেত হইয়া নিজরমণীর প্রতি এবম্প্রকার কৃপা শূন্য অরসিকের ব্যবহার করেন ইহাতো জগতীতলে কাহারো অবিদিত নাই, শ্রীবৎসরাজা জায়া সহ অরণ্য মধ্যে আগমন করিলে তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা পত্নী বিবিধপ্রকারে সেবা করিয়া নিজ পতির মনোরঞ্জন করণে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু অবশেষে শ্রীবৎস রাজা পত্নিকে পরিত্যাগ করত অন্যস্থানে প্রস্থান করেন, এই কি পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ? ইহাতেই কি পুরুষগণ স্বর্ণপাত্র বলিয়া বিখ্যাত আছেন, বন্ধু ! তোমাকে কত শত স্থল দেখাইতে পারি, যদ্দারা পুরু-

যের নির্দ্দয়তা বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে, এবং যদ্যপি রমণীকুল অসীমগুণ সম্পন্ন না হইত তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি মহোদয়েরা রমণী কুলের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণে কৃতার্থ হইতেন না।

গীত।

রাগিণী বসন্ত বাহার, তাল মধ্যমান।

রমণী হইতে বল বড় কেবা আছে আর।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ভোলে বিধুবদন দেখে যার ॥
ত্যজে সে বৈকুণ্ঠপুরী, ব্রজমাঝে অবতরি,
কোটালী করেছেন হরি, সে শ্রীমতী রাধিকার।
সীতা লাগি রঘুপতি, বনমাঝে করে স্থিতি,
করিতেন দাশরথি, দিবানিশি হাহাকার।
দময়ন্তী গুণ যত, জগতে আছে বিদিত,
পতি প্রাণা সাধ্যাসতী সংসারে সুখ্যাতি তার।

পৈলব। বয়স্য! তোমায় পারাভার।

শার্ঙ্গরব। সে যাহাহউক, এক্ষণে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত, দেখ চতুর্দ্দিক প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণে মণ্ডিত হইতেছে, নিকুঞ্জস্থিত পক্ষিগণ তপনতাপে ক্লেশিত হইয়া নিঃশব্দে স্বনাড়ে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে, কমলিনীকুল আকুল হইতেছে, বোধ হয় যেন দাবাগ্নি দাবদাহ করিতে আসিয়া চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখ মহিষ বরাহ সিংহ ভল্লুক প্রভৃতি ভয়ানক হিংস্র পশুগণ সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে সন্তা-

পিত হইয়া ঈষন্মীলিত লোচনে জলাশয়ে পতিত হইতেছে, বয়স্য! স্নানাদির সময় অতীত প্রায় এক্ষণে এস্থানে অবস্থান করা শ্রেয়ঃকল্প নহে।

গীত।

রাগিণী কেদারা, তাল চৌতাল।

সুপ্রখর দিবাকর সমুদিত মধ্যস্থলে।
প্রচণ্ড কিরণে জীব পথে আর নাহি চলে॥
দেখ সব পশুগণ, আতপে করি ভ্রমণ,
ধায় সবে অনুক্ষণ, সরসীর কূলে।
পক্ষিগণ বৃক্ষোপরে, বসে সুখে গান করে,
পান্থশ্রান্তি দূর করে, বসে তরুমূলে॥

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

তৃতীয় অঙ্ক।

উপবন সায়ংকাল। পটোত্তোলনানন্তর।

(শ্বেতগর্ত্ত ও সত্যবানের প্রবেশ।)

শ্বেতগর্ত্ত। বয়স্য! এই শিলাপট্টে উপবেশনানন্তর সায়ংকালের রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করত চিত্তকে সুস্থির কর!

সত্যবান। বয়স্য! কামশরে পীড়িত ব্যক্তির সায়ং শোভাবলোকনে তাপ শান্তি হয় না, সখে! তুমি যদি সেই কুসুমশরের পরাক্রম জ্ঞাত থাকিতে তাহা হইলে এমন কথা বলিতে না, যাহার কুসুমশরের আঘাতে শতাধিক বর্ষ কঠোর সাধনে ক্লিষ্ট, বাহ্যজ্ঞান বিহীন মুমুক্ষু যোগীগণেরও ধ্যান ভঙ্গ হয়। বয়স্য! সে স্মরের পরাক্রমের কথা কি বলিব, কত শত ভদ্র কুলকামিনী সেই কন্দর্প শরের প্রভাবে চিরন্তনকুলে জলাঞ্জলি দিয়া অবিবাদে পর পুরুষ অভিসরণে গমন করিতেছে, অপমৃত্যু, রাজ্যনাশ, জীব হিংসা পর দ্রব্য সংগ্রহ, ইত্যাদি ভয়ানক দুর্নীতি বিষয়ক ব্যবহারের এই দর্প-কন্দর্পই মূল কারণ।

গীত।

রাগিণী বাহার, তাল আড়াঠেকা।

সখা বল কি হে বদনে। না জেনে সে কামেরে, যো-
গীন্দ্র মুনীন্দ্র মুগ্ধ যাঁর পঞ্চবাণে। কুলের কামিনী
যারা, কুলে কালী দিয়ে তারা, কুপথে যায় যাহার
তাড়নে! ইন্দ্রচন্দ্র যত আর, কেহ না পেলে নিস্তার,
অনার্থ অতনুশরে কে বাঁচিবে প্রাণে।

শ্বেতকেতু। বয়স্য! তুমি স্বয়ং এই সকল বিষয় অবগত থাকিয়াও যে ইহার অনুসরণে যত্নবান রহিয়াছ ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিতে হইবে, বয়স্য। এই ভয়ানক কুক্রিয়া হইতে নিরস্ত হও, তুমি নানাবিধগুণে ভূষিত, দাক্ষিণ্য, সারল্য, বদান্যতা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যকরূপে বিখ্যাত হইয়া সামান্য কামশরে বিমোহিত হওয়া উচিত নহে, রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া এমত স্বভাব অত্যন্ত হাস্যাস্পদ, রাত্রিকালে নিদ্রাবশে বাতবলে স্বপ্নে কুমারী দর্শন করিয়া তাহার প্রাপ্তি কামনায় এমন বিবেচনা বিহীন ধৈর্য্য হীন অবোধ হইলে, ছি সখা, কি লজ্জা, কি লজ্জা, দেখ দেখি স্বভাব কি রূপে স্বভাব সম্ভাবিত হইয়া প্রকৃতির সহিত সম্ভাষিতেছে ক্রমে নিবিড়গাঢ় তিমির দ্বারা পৃথিবী আচ্ছন্না হইল, কমলিনী শান্তা ও কুমুদিনীর সৌগন্ধে মেদিনী আ-মোদিতা হইতেছে, নক্ষত্র সমূহ বেষ্টিত জালমালা

ব্যাপ্তা যামিনী, ক্ষণে ক্ষণে চক্রবাক চকোরদিগের ধ্বনি ও মলয় সমীরণের মৃদুমন্দ গতিতে রজনী জনগণের সম্যক তৃপ্তি কারিণী হইয়াছে।

সত্যবান। বয়স্য! প্রকৃতির সহিত মনের সম্পূর্ণ বিকৃতি হইতেছে, এক্ষণে প্রকৃতি দর্শনে শান্ত হইতে শক্য নহে; বয়স্য! আমি স্বপ্নে যাহা দর্শন করিয়াছি, কি দিবা কি রাত্রি শয়নে ভোজনেও অন্য কার্য্যের অনুসরণে সর্ব্বদাই সেই কামিনীরত্ন আমার মনে উদয় হইতেছে, সখে! এক্ষণে আমার চিত্ত সমাধানের উপায় স্থির কর।

(মঙ্গলগর্ব্বের প্রবেশ।)

মঙ্গলগর্ব্ব। বন্ধু! একি এই তিমিরাবৃত রজনীকালে বনমধ্যে সহায় বিহীন হইয়া অবস্থিতি করিতেছ, কি কোন বিশেষ কারণ আছে না কি?

সত্যবান। বয়স্য! কিয়ৎ কালের নিমিত্ত এস্থানে উপবেশন করত আমার দুঃখে দুঃখী হও, বিগত রজনীতে স্বপ্নে কোন অসামান্য রূপ গুণ সম্পন্না কামিনীকে অবলোকন করত কামশরে এমত বিহ্বল হইয়াছি যে সময়ে শয়ন ভোজন পিতা মাতা প্রভৃতি ও গুরুজনের সেবা ইত্যাদি কিছুতেই মন লাগিতেছে না; অতএব আমি যাহাতে সেই কন্যারত্ন প্রাপ্ত হই এমত উপায়াবলম্বন করত আমাকে চিরজীবনের নিমিত্ত সুখী রাখিয়া যথার্থ বন্ধুর কর্ম্ম কর।

মঙ্গলগর্ব্ব। (সহাস্যে) এই সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত এত চিন্তিত হইয়াছ, তাই লোকে স্বপ্নে কি না দেখে আমি যে প্রতি দিবস স্বপ্নে রাজা হইয়াছি, এমত দেখিতে পাই, কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গানন্তর প্রভাত কালে যে ঋষিকুমার সেই ঋষিকুমারই থাকি আরো দেখ শাস্ত্রে লিখিয়াছে, যে রাত্রিকালে যাহা স্বপ্নে দেখিবে প্রভাতকালে তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করিবে না, ইহার কারণ কি কেহ বা তরলে স্বপ্নে রাজা হইতেছে, কেহ বা সম্রাট হইয়া বিচার আরম্ভ করিয়াছে কেহ বা স্বয়ং শত্রু দলের সহিত সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ করিয়াছে প্রভাতে দেখে আপনারি কেশ ছিন্ন ভিন্ন আপনারি অঙ্গ আপনি প্রহারে শত্রু সঙ্গে শোণিত তরঙ্গে সমর রঙ্গ সাধন করিয়াছে, যাহা হউক রাজকুমার! তোমার ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ করণে সাধ্যানুসারে সচেষ্টিত রহিলাম, এক্ষণে কুটিরে চল।

গীত।

রাগিণী পুরবি, তাল আড়াঠেকা।

আর কি বনে থাকা সাজে সখা চল গৃহে চল।
তিমিরা রজনী আসি উদয় হইল॥
সিংহ ব্যাঘ্র আদি সব, করিতেছে ঘোর রব,
ঐ দেখ দ্বিজকুল স্বস্থানে আইল।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

তৃতীয় কাণ্ড।

প্রথম অঙ্ক।

রাজপুরী। পটোত্তোলনানন্তর।

(রাজা, মন্ত্রী, বিদূষক, কঞ্চুকী, ও পুরজনের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ! সাবিত্রীর বিবাহার্থী রাজগণ স্বীয় স্বীয় রাজধানী হইতে বহু মূল্য উপহার সহিত দূত প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারা মহারাজের রাজশ্রীর অনুমতি হইলে আসিয়া চরণ দর্শন করে।

রাজা। আসিতে বল।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। (কঞ্চুকির প্রতি) ওহে মহারাজের রাজশ্রীর শ্রীচরণ দর্শনাকাঙ্ক্ষী দূতগণকে সম্মুখে আনয়ন কর।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা।

(কঞ্চুকির প্রস্থান ও দূতগণের সহিত পুনরাগমন।)

কঞ্চুকী। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, মহারাজ! দূতগণ স্ব স্ব অবস্থান হইতে উপহার সহিত উপস্থিত হইয়াছে।

প্রথম। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, মহারাজ! সত্যব্রত নগরের বীরদর্প রাজা এই উপহার মহারাজের

রাজশ্রীর চরণ কমলে অর্পণ করত তাঁহার স্বেচ্ছা বিজ্ঞাপনার্থ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়। বিতস্তা নগরীর জম্বুসেন রাজা তাঁহার মানস অবগত কারণ মহারাজের রাজশ্রীর নিকট এই উপহারের সহিত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন!

তৃতীয়। মহারাজ! ব্রহ্মনগরের ধূম্রদর্প রাজার ইচ্ছা এই, যে, মহারাজের কন্যার সহিত তাঁহার প্রিয় পুত্রের পরিণয় হয়, তন্নিমিত্ত আমাকে ভবৎ সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন।

চতুর্থ। মহারাজ! বীর নগরের বীরবর নৃপতির একান্ত মানস রাজকুমারী তাঁহার প্রিয় পুত্র অমর কেতুকে পতিত্বে বরণ করেন, তন্নিমিত্ত ভবদীয় রাজশ্রীর নিকট এই উপহার সহিত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজ! রাজপুত্র সাবিত্রীর পতির উপযুক্ত বটে, এবং বীরবর রাজারও বল বীর্য্যাদি বিদিত মহারাজ

মন্ত্রী। মহারাজ! অমরকেতু শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় বিশেষ রূপে সুশিক্ষিত, এবং নানাগুণে উপেত, প্রশান্ততা দাক্ষিণ্য প্রভৃতি বিবিধ গুণের আকর, কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইত্যাদি বিষয়েও একান্ত বশীভূত নহেন, তাঁহার ইন্দ্রিয় সংযমন ও আছে, বলিতে কি, জগতীতলে তাঁহার ন্যায় রূপে গুণে কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ অপর একটী প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ!

বিদূষক। যাঁহার বিবাহের সময়ে ফলারের জোগাড় উত্তম হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ বর, কুলে শীলে অনাবশ্যক, ওহে! দূত, যাও তোমার রাজাকে জিজ্ঞাসা করগে, ফলারের বিষয় টা কি রূপ করিবেন, কন্যা পক্ষীয় বিশেষতঃ আমি যেন উত্তমরূপে ফলার করিতে পাই। শুনিয়াছি বীরনগরের সদৃশ মোণ্ডা জগতে নাই। যাহা হউক, বিবাহের ব্যাপার সমাধা হইলেই চক্ষুঃ কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে।

রাজা। (সহাস্যে) বয়স্য বিবাহ কার্য্যের কথা উত্থাপিত হইতে না হইতেই বরযাত্র ভোজের উল্লেখ করিতেছ।

মন্ত্রী। মহারাজ! এক্ষণে দূতগণ নির্দেশিত বিরামাবাসে গমন করুক, অনুমতি হইলে আসিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিবেক।

(কঞ্চুকির সহিত দূতগণের প্রস্থান।)

রাজা। সাবিত্রীকে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া স্বয়ম্বরা হইতে আদেশ করিয়াছি এবং দেবীরও ইহাতে বিলক্ষণ সম্মতি আছে, যদি ও শাস্ত্রানুসারে কন্যা কৌমার্য্যাবস্থায় পিতার অনুজ্ঞাত হইয়া পরিণয় করিবেক এমত লিখিত আছে, তথাপি পিতা মাতা কন্যাকে স্বয়ম্বরা হইতে আদেশ করিবেন তাহা হইলে পতির মূর্খত্ব ও অন্যান্য বিবিধ দোষ পরিণামে প্রকাশিত হইলে কন্যা পিতাকে অনুযোগ করিতে অসমর্থা হন, এবং ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক যে কন্যা স্বয়ং

যাহাকে উপযুক্ত পাত্র বোধে পাণি দান করিবেন, পিতা মাতার বহু পরিশ্রমে আনীত ও বিবিধ গুণ শালী হইলেও সে রূপ মনোনীত হয় না, তন্নিমিত্ত আমি সাবিত্রীকে স্বয়ম্বরা হইতে আদেশ করিয়াছি তাহার মত না হইলে কোনক্রমেই আমি বীরবর রাজার পুত্রকে জামাতা স্বরূপে বরণ করিতে পারি না, অতএব এবিষয় সাবিত্রীকে জ্ঞাত করিব।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনি অনুমতি করিলে সাবিত্রী আপনার মতে কখনই অস্বীকৃতা হইবেন না।

বিদূষক। বয়সা! সাবিত্রীকে অনুমতি করুন, তিনি স্বয়ং গিয়া পতি অন্বেষণ করত স্বয়ম্বরা হউন।

(পুরোহিতের প্রবেশ।)

পুরোহিত। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক।

মন্ত্রী। আসিতে আজ্ঞা হউক।

রাজা। ভগবন্! প্রণাম করি।

পুরোহিত। মহারাজ চিরকাল সোমবংশ লক্ষ্মী প্রতিপালন করুন।

রাজা। ভগবন্! নানাদিগেদশ হইতে রাজগন সাবিত্রীর পাণি গ্রহণাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপহার সহিত দূত প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু আমি সাবিত্রীকে স্বয়ম্বরা হইতে আদেশ করিয়াছি অতএব এক্ষণে উপায় কি? সাবিত্রীও বিবাহ যোগ্যা হইয়াছে।

পুরোহিত। মহারাজ! চিন্তা কি নানাদেশস্থ রাজগণকে

নিমন্ত্রণ করত স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করুন্, তাহা হইলেই মহারাজের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

রাজা। এ যুক্তি মন্দ নহে কিন্তু সাবিত্রীর অভিপ্রায় সং-সাংশে সুসিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে।

গীত।

রাগ মল্লার, তাল আড়াঠেকা।

ভজরে অবোধ জীব সেই নিত্য সনাতনে।
কৃতান্ত করেছে মুক্ত হৃদে যাঁহার স্মরণে॥
মায়াতে মোহিত হয়ে, আপন আপন কয়ে,
পরকাল মুক্তি পথ চিন্তা নাহি কর মনে।
সংসারেরি এই রীতি, ক্ষণমাত্র হবে স্থিতি,
অবশেষে কাল গৃহে ফল পাবে কর্ম্ম গুণে॥

(নারদের প্রবেশ।)

নারদ। মহারাজ! চিরকাল সোমবংশ লক্ষ্মী প্রতিপালন করুন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) ভগবন! প্রণাম করি (অন্যদিকে) অর্ঘ্য অর্ঘ্য।

পুরজন। এই ভগবানের অর্ঘ্য।

নারদ। তবে মহারাজের মঙ্গল?

রাজা। ভগবন! ভবদীয় আশীর্ব্বাদেই সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল।

নারদ। ভাল ভাল, শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলাম। তবে মহারাজ কে বিমর্ষ দেখিতেছি কারণ কি?

রাজা। এমত কিছুই নহে তবে সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্রের

সহিত পরিণয় বিষয়ে নিতান্ত সন্দেহিত হইয়াছি।

নারদ। কেন, কেন, মহারাজ? সাবিত্রীর পতির উপযুক্ত পাত্র কি কেহ নাই?

রাজা। তাহার জন্মের অনতিকাল বিলম্বে তাহার বিবাহ কারণ অনেক পাত্র উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমেই তদুপযুক্ত পাত্র পাই নাই, পরে তাহার জ্ঞানোদয় হইলে তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া আমি স্বয়ম্বরা হইতে আদেশ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে বীরবর রাজার পুত্র তাহার পাণি গ্রহণাভিলাষী হইয়াছেন, তন্নিমিত্তই কি করিব ইত্যাকার বিবেচনা করিতেছি।

নারদ। মহারাজ! ইহাতে চিন্তা কি? সাবিত্রীর বিষয় আমি বিলক্ষণ অবগত আছি মহারাজ! ঐ কুমারীর দ্বারা আপনার কুল পবিত্র ও চিরস্মরণীয় হইবে উঁহাকে সামান্যা জ্ঞান করিবেন না।

রাজা। ভগবন! আপনার অবিদিত কিছুই নাই আপনি অভয় দিলেই চিন্তাকে দূর করি, ভগবন যখন এতাদৃশ অসীম পরিশ্রম স্বীকার করত দাসের আলয়ে শ্রীচরণার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন তখন আমাকে বিচিন্ত করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। দেবাদি সিদ্ধগণ সর্ব্বদা আপনার সাক্ষাৎ লাভে প্রার্থনা করেন এবং যোগীগণ প্রধান বলিয়া সর্ব্বত্র বিশেষ রূপে বিখ্যাত আছেন।

নারদ। মহারাজ! বিচিন্ত হউন, বিচিন্ত হউন, জগদীশ্বরের প্রসাদে সাবিত্রী উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্তা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

রাজা। ভগবন! অদ্য কৃতার্থ হইলাম, ইঙ্গিত বিষয় সম্যক প্রকারে সুসিদ্ধ হইয়াছে।

নারদ। তবে কিঞ্চিৎ বিপদের আশঙ্কা আছে তাহা এমন বিপদই বা কি, সে অতি সামান্য, বরং শ্রেয়ঃ সাধনের প্রধান উপায় বলিলেও বলা যায়।

রাজা। ভগবন! কি বিপদ্?।

নারদ। (স্বগত) এক্ষণে বলিলেও বলিতে পারি, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! সে এমত কিছুই নহে চিন্তিত হইবেন না, এক্ষণে আমি স্বস্থানে গমন করি অত্যল্পকাল মধ্যেই পুনরাগমন করিব।

রাজা। ভগবন্! দাসের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া যখন বিবাহ পূর্ব্বে পদার্পণে স্থান পবিত্র করিয়াছেন, তখন বিবাহ সময়ে দাসের প্রতি অবশ্য কৃপা করিবেন।

নারদ। মহারাজ! সন্তুষ্ট হইয়াছি অবশ্য আসিব।

(নারদের প্রস্থান।)

রাজা। একটী বিষম বিপদ উপস্থিত। (একস্য দুঃখস্য ন-যাবদন্তং তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতম্মে।) নারদ ইঙ্গিত দ্বারা সামান্য বিপদের কথা কহিয়াছে। কিন্তু এ, ত সামান্য বিপদ নয়, যাঁহার বুদ্ধির প্রভাবে দেবাসুরের কলহ উপস্থিত হয়, যাঁহার পরামর্শে পারিজাত হরণ

হয়। এবং যাঁহার কৌশলে দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ হয়, সেই তুরান্ত নারদ বিপদ্ ইঙ্গিত করিল, ইহা সামান্য বিপদ্ নয়, যাহা হউক, দেবীর সহিত পরামর্শ করা আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) এক্ষণে আমি, অন্তঃপুরে গমন করিব সময়ান্তরে অন্যান্য বিষয়ের পর্য্যালোচনা হইবে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

বিদূষক। বয়স্য। এ পোড়া নারদের কথায় বিশ্বাস করিও না উহার দ্বারা না হয় এমত কোন কর্ম্মই নাই বিশেষতঃ ইঙ্গিত দ্বারা অমঙ্গল লক্ষণ প্রকাশ করিয়াগিয়াছে, হা! জগদীশ্বর! বুঝি আমার ফলারের দফা এবার শেষ হলো। (বাম চক্ষুঃস্পন্দন) আমলো বলিতে না বলিতেই বাম চক্ষুঃ স্পন্দন হইতেছে, মহারাজ! না জানি কি ঘটে।

রাজা। বয়স্য! চিন্তা কি, ভাবিতব্যং ভবতোব তত্রকা পরিদেবনা, বয়স্য! যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে তন্নিমিত্ত শোক করা বৃথা এবং শাস্ত্রকারেরাও কহিয়া গিয়াছেন। করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায় মিতস্ততঃ ফলং পুন স্তদ্বাবস্যাৎ যদ্বিধে র্মনসিস্থিতং, পরমেশ্বরের মনে যাহা আছে তাহা অবশ্যই ঘটিবে তন্নিমিত্ত শোক করা বৃথা।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

তৃতীয় কাণ্ড।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(পটোত্তোলনানন্তর।)

অন্তঃপুর গৃহ রজনী সময়। রাজার প্রবেশ।

রাজা। (স্বগত) হে জগদীশ্বর! আমাকে চিন্তা হইতে মুক্ত কর, জগতের যাবতীয় ঘটনা তোমার অবিদিত নয়, তোমার ইচ্ছায় এজগতে সমুদায় সংঘটিত হইতেছে, তোমার অপার মহিমা শত শত মুমুক্ষু যোগীগণও অবগত নহে. তুমি কাহাকেও সময়ে অতুল বিভবশালী অনেকের পূজ্য এবং বহু লোকের পোষক করিতেছ, এবং সময়ে কাহাকেও বা দীনের দীন বাসহীন ধন বিহীন করিয়া জগতের অপ্রিয় ও সমাজের অগ্রাহ্য করিতেছ, তুমি ইচ্ছাময়, হে জগদীশ্বর! আমাকে বিচিন্ত কর, শুনিয়াছি তুমি দয়াময় তোমার শরণে আশঙ্কা শত্রুর ভয়, এবং বিপদ শঙ্কটে বিনায়ত্তে রক্ষা পায়, হে জগদীশ্বর! তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম, শরণাগতকে রক্ষা করিয়া আপ-

নার মতত্ত্ব প্রকাশ কর, আমার এক মাত্র অলৌকিক-কন্যা সাবিত্রীর যেপ্রকার অসামান্য রূপ তদুপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইতেছি না, তন্নিমিত্ত নিতান্ত চিন্তিত আছি, আরও সাবিত্রীকে স্বয়ম্বরা হইতে আদেশ করিয়াছি তাহাতেই বা অভিলষিত বিষয় সম্পাদনের সম্ভাবনা কি, শাস্ত্রে লিখিত আছে। (দশ পুত্র সম কন্যা যদি পাত্রে প্রদীয়তে) কিন্তু কন্যা অসৎ পাত্রে প্রদত্তা হইলে পিতা মাতার অপকলঙ্ক, ও কন্যারও চির জীবনের নিমিত্ত সন্তাপ হইবে, এতদ্রূপ বিষয়ের কি অভিপ্রায় নিদ্ধারিত করিব তাহা এক্ষণেও বিবেচনা দ্বারা স্থির করিতে পারি নাই, যদি স্বয়ম্বরাই স্থির কল্প করিয়া স্বয়ম্বরা হইতে আদেশ করি তাহা হইলে সমাগত রাজগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ দ্বারা রাজ্যাদি বিনষ্ট হইবারও আশঙ্কা হইতে পারে।

(দেবীর প্রবেশ।)

দেবী। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, মহারাজ! আপনার মলিন বদন, বিশুষ্ককান্তি দ্বারা মানসিক চিন্তায় প্রপীড়িত বোধ হইতেছে, যদি নিতান্ত নিগূঢ় না হয়, তাহা হইলে অধিনীকে অবগত করান।

রাজা। দেবি! সুস্থির হও, সুস্থির হও, তোমাকে অবগত করিবার নিমিত্তই আমি এস্থানে আসিয়াছি।

দেবী। মহারাজ! বিলম্ব করিবেন না আমি শ্রবণে অত্যন্ত উৎসুকা [redacted]।

রাজা। দেবি! সাবিত্রী বিবাহ যোগ্যা হইয়াছে, কিন্তু অনেক স্থান অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হই নাই, এক্ষণে বল উপায় কি? কি রূপে কন্যার পরিণয় সম্পন্ন হয়।

দেবী। মহারাজ! স্বয়ম্বরের আয়োজন করুন।

রাজা। দেবি! স্বয়ম্বরা হইলে অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবে না।

দেবী। তবে মহারাজ বিবেচনার দ্বারা যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, মহারাজ! সাবিত্রীর বিবাহের কি স্থির করিলেন। দূতগণ বার্ত্তাবগত হইবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছে মহারাজের রাজশ্রীর অনুমতি হইলে স্বদেশে গমন করে, বিশেষতঃ অনেক দিবস হইল তাহারা স্বধাম পরিত্যাগ করিয়া ভবদীয় রাজ্যে বাস করিতেছে।

রাজা। বয়স্য! এক্ষণে আমি বিবেচনা দ্বারা স্থির করিতে পারি নাই, কন্যা সন্তান গৃহির অশেষ ক্লেশকর, যথার্থ কথা ইহা মিথ্যা নয়, কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই পিতা মাতার মানসিক কষ্টের ও ধনের উৎস হয় কিন্তু অনর্থক।

দেবী। মহারাজ! এমন কথা বলিবেন না কন্যাই জগতের সার বস্তু, আপদে বি[illegible]রোগে শোকে কন্যা পিতা

মাতার যেরূপ সেবা করে উপযুক্ত পুত্র দ্বারা তাহার একাংশ সম্পাদন হওয়া অত্যন্ত দুরূহ।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল মধ্যমান।

ওহে প্রাণনাথ বলি শুন তবে, বিপদে কুমারি বিনা কে- মন তুষিবে। কে বুঝিবে মনব্যাথা, কে শুনিবে দুঃখের কথা, নয়নে বহিলে বারি কুমারি মুছায়ে দিবে। কন্যা হলে পুত্র বতী, শাস্ত্রে শুনি প্রাণপতি, পুত্রবৎ মাতৃকুলে ধনে অধিকারী হবে॥

রাজা। তবে সাবিত্রীকে বল যে, রথ ও সন্ন্যাসী প্রদান করি, সে আপনি উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া বরণ করুক ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই (বিদূষকের দিকে) বয়স্য! মন্ত্রীকে ডাকিতে অনুমতি কর।

বিদূষক। যে আজ্ঞা' ওরে কে আছিস্ রে, প্রধান মন্ত্রিকে এস্থানে আসিতে বল।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞা।

রাজা! দেবি! সাবিত্রীকে এবিষয় অবগত করান আবশ্যক, কাহাকে বল সাবিত্রীকে এস্থানে আসিতে বলে।

দেবী। মহারাজ! পিতার সম্মুখে বয়স্থা কন্যা বিবাহ সমা- চার শ্রবণে লজ্জিতা হয়, এবং অসহায়ে সমীপগা হইতেও ভীতা হয়, মহারাজ আমাকে অনুমতি করুন আমি স্বয়ং সাবিত্রীকে এবিষয় অবগত করিব।

রাজা। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।

(মন্ত্রী পুরোহিত ও পরিজনের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, মহারাজ! ভৃত্য উপস্থিত আজ্ঞা বিধানে চরিতার্থ করুন।

রাজা। আমি একটা বিবেচনা স্থির করিয়াছি, তোমার ইহাতে কি মত।

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন।

রাজা। মানবগণ ইহ সংসারে আগমন করত ক্রমশঃ মোহান্ধ হইয়া আমার আমার ইত্যাকার বিবেচনায় সংসার জালে বেষ্টিত হয়, এবং উত্তর কালে সাংসারিক বিবিধ চিন্তার ক্লেশিত ও নানা প্রকার শোকে অভিভূত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়ে, আমার এই এক মাত্র কন্যা সাবিত্রী ইহার বিবাহ কারণ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলাম না কন্যাও বয়স্থা হইয়াছে বিবাহ যোগ্যা বটে, অতএব সাবিত্রীকে চতুরঙ্গিণী সেনা সহিত রথ প্রদান কর, সে স্বেচ্ছানুসারিণী হইয়া উপযুক্ত পাত্র বোধে পতিত্বে বরণ করুক্।

মন্ত্রী। মহারাজ! ইহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

রাজা। তবে কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই অবিলম্বেই সেনাগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ কর (দেবীর প্রতি) দেবি! তুমিও সাবিত্রীকে এবিষয় অবগত করিতে বিলম্ব করিও না।

বিদূষক। বয়স্য! মনের সহিত আশীর্ব্বাদ করি সাবিত্রী উপযুক্ত পাত্রে পরিণীতা হউক।

রাজা। ব্রাহ্মণের বাক্য অবশ্যই সফল হইবে।

পুরোহিত। মহারাজ! সাবিত্রী সামান্যা কন্যা-নন, তিনি উপযুক্ত পাত্রেই প্রদত্তা হইবেন।

রাজা। এক্ষণে চল বিলাস শালায় গমন করা যাউক; সাবিত্রীর বিবাহ বিষয় নির্দ্ধারিত হইলে সুচিন্ত হই।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

তৃতীয় কাণ্ড।

তৃতীয় অঙ্ক।

পটোত্তোলনানন্তর। উপবন।

(মালতিকা ও তরলিকার সহিত সাবিত্রীর প্রবেশ।)

তরলিকা। সখি! দেখ দেখ, উপবন কি রমণীয় হইয়াছে।

গীত।

রাগিণী আলেয়া, তাল আড়খেমটা।

কি সুন্দর শোভা কুসুম কাননে।
বিকসিত ফুলে ফুলে ফিরিতেছে অলিগণে॥
গন্ধবহ গন্ধ ভরে, মৃদু মন্দ গতি করে,
মাঝে মাঝে মধু স্বরে ডাকিছে বিহঙ্গগণে।
মরি কিবা সরোবরে, খেলিতেছে জলচরে,
সুরগণ মনোহরে অপরূপ দরশনে॥

আহা! নব প্রস্ফুটিত নবমালিকার মধু লোভে মধুকরগণ গুণ গুণ রবে ভ্রমণ করিতেছে, মালতীর কুসুমরেণু সহিত মৃদুমন্দ গতিতে মলয় পবন জনগণের কি মনোহর, সখি! দ্বিজদল কূজিত এবং নব প্রস্ফুটিত

কুসুমের সৌগন্ধে সুবাসিত এই উপবন পরম কমনীয়, সখি! এই স্থলে ঐ শিলাপট্টোপরি কিঞ্চিৎ কাল উপবেশন কর।

সাবিত্রী। সখি! এস্থানটী পরম রমণীয় এস্থান হইতে অন্যত্রে গমন করিতেও ইচ্ছা হয় না। (পরস্পরের উপবেশন।)

সাগরিকা। সখি! একটী নূতন সুমঙ্গল সমাচার শুনেছ?

সাবিত্রী। কি মঙ্গল সমাচার সখি?

সাগরিকা। সখি! বড় সুখের সমাচার।

তরলিকা। (সাগরিকার প্রতি) সাগরিকে! আমাদের উপযুক্ত পুরস্কার না দিলে বলা হবে না।

সাবিত্রী। সখি! কি সুমঙ্গল সমাচার তোমরা আমাকে বল্‌বে না।

উভয়ে। বল্‌ব না কেন সখি, উপযুক্ত পুরস্কার পেলে অবশ্যই বল্‌ব।

সাবিত্রী। বলই না কেন।

উভয়ে। বল কি পুরস্কার দেবে?

সাবিত্রী। আচ্ছা পুরস্কার দেব বল।

উভয়ে। কৈ দাও?

সাবিত্রী। আগে বল, তবে দিব।

সাগরিকা। তরলিকে! পুরস্কার না পেলে বলা হবে না।

সাবিত্রী। আমি বল্‌চি পুস্কার দেব তোমরা বল।

উভয়ে। আগে না পেলে বলি না।

সাবিত্রী। (অভিমানিনী হইয়া সক্রোধে) তবে আমি শুনিতে চাই নে।

উভয়ে। তবে আমরাও বলিব না।

তরলিকা। সাগরিকে! সাবিত্রী আপনিই শুনিতে পাইবে। ঐ শুন সেনাগণকে সুসজ্জার্থ অনুমতি হইতেছে।

নেপথ্যে। পটহবাদ্য। (সকলে আকাশে কর্ণ প্রদান।)

সাগরিকা। তরলিকে! যথার্থই বটে শুনেছি।

সাবিত্রী। আমিও শুনেছি।

উভয়ে। (সহাস্যে) সখি! তোমার তো শোনবার কথা তুমি শুনবে না তো কে শুনবে?

সাবিত্রী। তরলিকে! বল না কথাটাই কি বল না।

সাগরিকা। তরলিকে! বলরে বল, সখি বড় উৎকণ্ঠিতা হয়েছে।

তরলিকা। তবে শোন।

সাবিত্রী। বল বল।

সাগরিকা। সখি! আর কি কথা; তোমার বে হবে।

সাবিত্রী। (লজ্জিতা হইয়া) দুর্।

তরলিকা। ও মা, ও কি, ভাল কত বল্লে দুর্! বে হবে রাঙাবর আসবে বাদ্দি হবে বাজনা হবে রাজার এক মেয়ের বে কত ঘটা হবে এতে কি লজ্জা করে?

সাগরিকা। তরলিকে! তুই বুঝতে পারিস্ নে সাবিত্রী মনে মনে আহ্লাদিতা হয়েছে বাইরে অমন করচে, তা সখি! আমরা তোমার সহচরী, ছেলেবেলা হতে

একত্রে রয়েছি আমাদের সঙ্গে লজ্জা কল্লে কি হবে।

সাবিত্রী। (ছল ক্রোধে) সাগরিকে! আমি এস্থান হতে চল্লেম্।

উভয়ে। সখি! না না যেও না যেও না। ভাল আর আমরা বলব না।

(বুদ্ধিমতিকার প্রবেশ।)

বুদ্ধিমতিকা। সখি সাগরিকে! ওস্থানে রাজকুমারী আছে না?

বুদ্ধিমতিকা। মহারাণী আস্চেন।

উভয়ে। আস্চেন গো আস্চেন্ আস্তে বল।

বুদ্ধিমতিকা। যাই বলি গো।

(বুদ্ধিমতিকার প্রস্থান।)

সাবিত্রী। সখি! মহারাণী কেন আস্চেন? কই তিনি তো কখন এখানে আসেন না।

সাগরিকা। বিবাহের কথা তোমাকে বল্‌তে আস্চেন।

সাবিত্রী। (সহাস্যে) নে সখি! পোড়াস্ নে।

তরলিকা। এখন বের কথায় পোড়াস্ নে পোড়াস্ নে এর পর ভাতার ভাতার করে আমাদের পোড়াবি।

(সীমন্তিকা, বিনয়িকা, ও বুদ্ধিমতিকার সহিত দেবীর প্রবেশ।)

বুদ্ধিমতিকা। দেবি! এদিকে এদিকে।

দেবী। কোথা বাছা সাবিত্রী কোথায়?

সাবিত্রী। মা! আমি এই উপস্থিত আজ্ঞা করুন।

দেবী। বৎসে সাবিত্রি! মহারাজ তোমার উপযুক্ত পাত্র তো এতাবৎ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাইলেন না, এক্ষণে তুমি বিবাহ যোগ্যা হইয়াছ, অতএব মহারাজ প্রদত্ত রথে আরোহণ করত স্বেচ্ছানুসারে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় পতিত্বে বরণ কর গে, ইহা ভিন্ন উপায় বিরহ, বৎসে! ইহাতেই সম্মতা হও।

সাবিত্রী। (স লজ্জভাবে) মা! এমত কর্ম্ম করিলে সমাজ ও কামিনী কুলের ঘৃণিত হইব।

দেবী। বৎসে! আমি তোমারে অনুমতি করিতেছি ইহাতে কোন বাধা নাই।

সাগরিকা। (জনান্তিকে) কেমন সখি! আমরা যখন বিবাহের কথা বলেছিলাম তখন পোড়াস্ নে বলে রাগ করেছেলে এখন আহ্লাদে আটখানা হয়ে আপনি পড়চো।

দেবী। ওলো সাগরিকে! ওলো তরলিকে! তোদের সখীর সহিত যেতে হবে, তা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করে সাবিত্রীকে নিয়ে আমার নিকটে যাস্।

উভয়ে। মহারাণি। আমরা সত্বরেই যাইতেছি।

(সহচরীগণের সহিত দেবীর প্রস্থান।)

সাবিত্রী। (স্বগত) এই এক বিষম বিপদ্ উপস্থিত, পিতা মাতার অনুমতি রক্ষা করা সন্তানের উপযুক্ত কর্ম্ম, কিন্তু লোক লজ্জা ও সামাজিক প্রথার ইতি কর্ত্তব্য

বিবেচনা স্থির হইতেছে না, এক্ষণে কি করি? (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) যাহা হউক, প্রিয় সখী হেমলতিকার সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করা আবশ্যক, সহচরীগণের নিকট কোন কর্ম্মই গোপনে রাখা যায় না। (অন্যদিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে সখীর নাম করিতে করিতেই উপস্থিতা হইল।

(হেমলতিকার প্রবেশ।)

হেমলতিকা। সখি! এ কি? তোমার বিষণ্ণ বদন, মলিন কান্তি, মুখশ্রী ম্লান দেখিয়া বোধ হইতেছে কোন অভূত পূর্ব্ব চিন্তায় বিচিন্ত্য হইয়াছ ইহার কারণ কি? সখি! শুনিলাম তুমি পতি অন্বেষণে গমন করিবে, কিন্তু সেই শুভ সময়ে অশুভ ঘটনা উপস্থিতা শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিতেছ।

গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা।

এমন সময়ে সখি কেন করিছ রোদন।
সময়ে পতিরে পাবে, মন সাধ পুরাইবে,
কি জন্যে বিষণ্ণ তবে, ও বিধুবদন।
শুভ কর্ম্মে যাবে সখি, হওনা মনেতে দুঃখী,
প্রজাপতি পুরান তব মন আকিঞ্চন॥

সাবিত্রী। (স রোদনে) সখি! রোদন করিবার বিশেষ কারণ কি এখন জানিতে পার নাই? সখি! তোমা-

দের সহিত বাল্যকালাবধি একত্রে আহার, একত্রে শয়ন ও একত্রে উপবেশন করিয়াছি, শৈশবাবধি কখনই ভিন্ন হই নাই কিন্তু এক্ষণে পতি অন্বেষণে গমন ঘটনায় তোমাদের সহিত ভিন্ন হইতে হইল, সখি! তন্নিমিত্তই রোদন করিতেছি, সখি! তোমাদিগের বিরহে কি রূপে প্রাণ ধারণ করিব? পিতা মাতার অনুমতি কখনই উল্লঙ্ঘন করা যায় না, নতুবা পতির সহিত বাল্য কালের সখীগণের তুলনা করা যায় না, সখি! যদি জগদীশ্বরের প্রসাদে মনের মতন পতি পাই তাহা হইলে পুনর্ব্বার সখী জনের সহিত সাক্ষাৎ করিব, নতুবা এ জন্মের মত বিদায় হইলাম।

হেমলতিকা। সখি! একি তুমি বুদ্ধিমতী হইয়া অজ্ঞানের মতকাঁদিতে লাগিলে? পতির অন্বেষণে কিয়ৎ কালের মত ভ্রমণ করিতে যাবে তাহাতে আবার ক্রন্দন কি? ছি, শুভ যাত্রার সময়ে ক্রন্দন করা অনুচিত (চক্ষুঃ মার্জ্জন করিয়া দিয়া) সখি! চুপ কর।

(বুদ্ধিমতিকা, সাগরিকা, তরলিকা, চুতলতিকা, ও মদনিকার প্রবেশ।)

সাবিত্রী। সখিগণ! এস এস, একবার সকলে আমাকে আলিঙ্গন কর।

হেমলতিকা। সখি! আমি তো সাবিত্রীকে সুস্থির করিতে অক্ষম হইলাম, সখি! এখন তোমরা চেষ্টা কর।

এর মধ্যেই তুমি ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছ। সখি স্থির হও স্থির হও।

তরলিকা। সখি! এক্ষণে আমরা পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিয়া মহারাণীর নিকট গমন করি, শুনিয়াছি রথাদি প্রস্তুত হইয়াছে একারণ বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

সাবিত্রী। সখিগণ এক্ষণে বিদায় দেও মাতার নিকট গমন করি, (সজল নয়নে) সখিগণ যদি কোন সময়ে কোন দোষে দোষী হইয়া থাকি তোমরা সে দোষ গ্রহণ করিও না।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট. তাল আড়াঠেকা।

যাই গো সজনি আমি।
আশীর্ব্বাদ কর সবে পাই মনমত স্বামী।
পুনঃ যেন আসি গেহ, আমারে ভুলনা কেহ,
সবে এসে সম্ভাষিব হয়ে পতি অনুগামী॥

গীত।

সকলে। রাগিণী জংলা, তাল এক তালা।

এস তবে রাজনন্দিনি। পুরাবেন মনসাধ হরঘরণী।
পেয়ে মন মত ধন, গৃহে করি আগমন,
সাধিবে মনের সাধ বিধুবদনি।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

চতুর্থ কাণ্ড

প্রথম অঙ্ক।

যবনিকোত্তোলনানন্তর।

(নদীতীরস্থ পর্ণকুটীর। দ্যুমৎসেন রাজার প্রবেশ।)

দ্যুমৎসেন। (স্বগত) হে জগদীশ্বর! আমি পূর্ব্ব জন্মে কি মহাপাপ করিয়াছিলাম যদ্দ্বারা বিশেষ রূপে ক্লেশিত হইতেছি তা বলিতে পারি না, রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজপুত্র হইয়া বনে চিরজীবন বাস করিতে হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর, আবার অন্ধ। হে পরমাত্মন্ তোমার দুজ্ঞেয় বিশ্ব বিরচনায় সুবিবেচনা ও আশ্চর্য্য কৌশল দ্বারা তুমি সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বারাধ্য ও সকলের শরণ্য হইয়াছ, শুনিয়াছি তোমার স্মরণ করিলে বিপদ্ নিজে বিপদাকীর্ণ হয়, কিন্তু নাথ! আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া কত শত বার একাগ্রচিত্তে তোমাকে স্মরণ করিয়াছি, বোধ হয় কেবল আমার প্রাক্তন জন্ম কর্ম্মের ফলে দুরদৃষ্ট বশতঃই নাথ! তুমি সদয় হও নাই, কিন্তু ইহা উপযুক্ত নয়,

পিতা পুত্রের শত শত অপরাধও গ্রহণ করেন না।
(পদ শব্দানুভব করিয়া) (প্রকাশ্যে) কেও?

(শিষ্য সহিত সনকের প্রবেশ।)

সনক। মহারাজ! আমি সনক।

দ্যুমৎসেন। কে ও পূজ্যপাদ মহর্ষি সনক।

শিষ্য। হাঁ মহারাজ!

দ্যুমৎসেন। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতানন্তর) অদ্য এ দীন কৃতার্থ হইল। এত দিনের পর আমার সকল ক্লেশ দূর হইবে, তাহা জানিতে পারিয়াছি, এত দিনের পর পরম পিতা জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপান্বিত হইয়াছেন। প্রভো! তবে শারীরিক কুশল তো?

সনক। হাঁ! মহারাজ! ভবদীয় রাজশ্রীর কুশলেই অস্মদাদির সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল।

দ্যুমৎসেন। প্রভো! আর আমাকে রাজা বলিয়া সম্বোধন করিবেন না, আমি যে সময় রাজা ছিলাম সে সময়ে সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু এক্ষণে আমার সে রাজত্ব নাই সে রাজসিংহাসন নাই, সে রাজপুরী নাই যদ্দ্বারা রাজ সম্ভাষণের যোগ্য হইব, প্রভো! এক্ষণে ঐ রূপ সম্বোধনে মৃত কল্পিত শোক পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হয়।

সনক। (সহাস্যে) মহারাজ! স্থির হউন, স্থির হউন, রাজ্য নাশ জনিত বিষম দুঃখে আপনাকে বিবেচনা শূন্য করিয়াছে, কারণ ইহা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ পরিমাণে

দৃষ্ট হইতেছে, যে মানবগণ স্বীয় স্বীয় পদ ও আবদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাদিগের জ্ঞান ও বিবেচনা বিনাশ পায়। মহারাজ! আপনি মহারাজা, সকলের পূজ্য, ও অস্মদাদির বিশেষ আদরণীয়, যদিচ আপনি এক্ষণে রাজ্যচ্যুত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল বনবাসে কাটাইতে মানস করিয়াছেন, তথাপি আপনার বংশ গৌরবে এক্ষণেও সেই রূপ আদরণীয় ও পূজ্য হইবেন, বিশেষতঃ আপনি বিবিধগুণশালী, ধার্ম্মিক প্রবর, ও জিতেন্দ্রিয়, মহারাজ! এদেশাতেও জনসমাজে বিশেষ রূপে পূজ্য হইবেন তাহার কি সন্দেহ আছে। কারণ, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ. দুঃখ এবং সুখ চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করে। কখন কাহার অদৃষ্টে কি ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে?

দ্যুমৎসেন। প্রভো! তাহার সন্দেহ কি, কিন্তু আমার ন্যায় দুঃখী জগতে কেহই নাই রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করিতেছি, স্ত্রীপুরুষ অন্ধ ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়?

সনক। মহারাজ! এমন মনে করিবেন না, মানব প্রকৃতির রীতিই এই, যে সময় ধনাদি ঐশ্বর্য্য হস্ত গত থাকে, পরিজন আজ্ঞা পালন করে, সে সময় বিবিধ প্রকারে সুখী হইয়া মনে করে আমার ন্যায় সুখী কেহ জগতে নাই, কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র।

দ্যুমৎসেন। দেবি! বাছা সত্যবান অসুস্থ হয়েছে চল চল শীঘ্র চল শুনে আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া মনে এক প্রকার বিজাতীয় দুঃখের উদয় হইল, প্রিয়ে! বল বল সত্যবান এখন কেমন আছে?

রাজ্ঞী। মহারাজ! চিন্তা কি সত্যবান অবিলম্বেই আরোগ্য লাভ করিবে, মহারাজ! এক্ষণে সত্যবানের বিবাহের চেষ্টা করা আবশ্যক।

রাজা। দেবি! (সরোদনে) আমরা স্ত্রী পুরুষে অন্ধ বিশেষতঃ পরিজন শূন্য, বাছা সত্যবানই আমাদিগের এক মাত্র সহায় রাজ্যচ্যুত ও হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া বনে বাস করিতেছি, সত্যবানের যে রূপ গুণ, তদুপযুক্ত রাজকুমারীর সহিত পরিণয় প্রার্থনা করা নিতান্ত হাস্যাস্পদ, বিত্ত বিহীন অনাথ বালককে বনবাসী ভিন্ন অন্য কেহই কন্যা প্রদান করিবে না।

রাজ্ঞী। মহারাজ! ভবিতব্যতা অনুসারেই বিবাহ ব্যাপার সম্পাদিত হয়, তন্নিমিত্ত চিন্তা করা বৃথা, এক্ষণে কুটীরে চলুন।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

চতুর্থ কাণ্ড।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(পটোত্তোলনানন্তর। আশ্রম নিকটবর্ত্তি উপবনে সত্যবান ও মঙ্গলগর্ব্বের প্রবেশ।)

সত্যবান। বয়স্য! আমার চিত্ত বিনোদনের কি উপায় স্থির করিয়াছ?

মঙ্গলগর্ব্ব। সখে! শান্ত হও শান্ত হও, পরস্পর প্রণয় সাধন অতীব দুরূহ ব্যাপার, অত্যল্পকাল মধ্যে সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব পর।

সত্যবান। সখে! ক্রমশঃ আমার শারীরিক ও মানসিক শক্তি হ্রাস হইতেছে, মন কি দিবা কি রজনী সকল সময়েই চঞ্চল, গুরুজন সেবা এবং সাবকাশ সময়ে বন্ধুগণ সঙ্গে সচ্ছন্দে কাল যাপনও প্রিয়কর হইতেছে না, বোধ করি অনতিকাল মধ্যেই কামশরে কাল করে পতিত হইতে হইবে।

মঙ্গলগর্ব্ব। সখে! এ কি? তুমি যথার্থই একেবারে বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িলে?

সত্যবান। বয়স্য! বারম্বার বৃথা আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে অসমর্থ।

নেপথ্যে। (কামিনীগণের চরণ নূপুরধ্বনি ও রথচক্র ঘর্ষণ শব্দ।)

মঙ্গলগর্ব্ব। (আকাশে কর্ণ প্রদান পূর্ব্বক) সখে! বনান্তরে রমণীগণের চরণ নূপুরধ্বনি শুনা যাইতেছে, চল ঐ স্থানে যাই।

সত্যবান। বয়স্য! উহা বনশ্রেণীর অনতিদূরে সরোবরস্থ রাজহংসী কুলের কলরব উহা চরণ নূপুরধ্বনি নহে কারণ, বিজন বিপিন মধ্যে কুলাঙ্গনাগণের আগমন সম্ভাবিত হয় না।

মঙ্গলগর্ব্ব। না সখা আমি স্পষ্ট শুনিয়াছি, বরং তুমি অত্র অবস্থান কর আমি আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসি।

(মঙ্গলগর্ব্বের প্রস্থান।)

সত্যবান। (শিলাপট্টে উপবেশন করিয়া) কামশর কি ভয়ানক ইহাতে বিজ্ঞজনেরও বুদ্ধি হ্রাস হয়, এবং চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মে। আঃ কিছুতেই মনের সন্তোষ নাই, সকল কর্ম্মেই হতোৎসাহ হইতেছি, (শিলাপট্টোপরি শয়ন করিয়া) হে মদন! তুমি কোনগুণে এমত ভয়ানক শক্তিযুক্ত হইয়াছ তাহা বলিতে পারি না তোমার সহযোগীগণও তদনুরূপ, হে পিকবর! তুমি বাহ্যিক সৌন্দর্য্য বিহীন ও সামান্য বায়স তুল্য

হইয়াও যে এবম্প্রকার সহোযোগিতা দ্বারা যে মানবগণের চিত্ত উচ্চাটন করিতে সমর্থ হইবে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর, কাকনীড়ে জন্ম গ্রহণ ও বাল্যকালাবধি কাক দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া যৌবন সময়ে এমত অসদৃশ গুণবান হইবে ইহা অসম্ভব, হে মলয় বায়ু! তুমি জগতের জীবন স্বরূপ বিখ্যাত তোমার দ্বারা জীবগণ জীব ধারণ করিতেছে কিন্তু বিনাপরাধে আমার জীবন গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছ ইহাতে তোমার অসীম মহত্ত্বে কলঙ্কার্পিত হইবেক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে তোমাকে দোষী করা বৃথা, তুমি সঙ্গদোষেই বিনষ্ট হইয়াছ, ওহে কাননবাসি পক্ষিগণ! তোমরা সুস্বরে গান করা অভ্যাস পরিত্যাগ কর, তাহা না হইলে নর হিংসক বলিয়া পরিগণিত হইবে, তোমাদিগের সুস্বর সহযোগে মদন বানের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, এবং মলয় পবন অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করে, তোমরা হিংসা, দ্বেষ, পর নিন্দা ইত্যাদি দোষ রহিত বনবাসি ঋষিকুলের পরম বন্ধু ও সহায়, কিন্তু ঋষিগণের সহবাসে সর্ব্বদা বাস করিয়া পরানিষ্ট চেষ্টায় অবিরত অভিরত থাকিলে ঋষিকুল এবং তোমাদিগের নিষ্কলঙ্ক স্বভাব দ্বিজকুল কলঙ্কিত হইবে। হে বনস্থ তরুলতাগণ! তোমরা আর সুবাসিত পুষ্প প্রসব করিও না, মদন তোমাদিগেরও কলঙ্কিত করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেছে,

তাহা হইলে জগতের অগ্রাহ্য হওত বনে প্রফুল্ল হইয়া বনেই শুষ্ক হইতে হইবে, সুকোমলাঙ্গি অঙ্গনাগণের মস্তকে স্থান পাওয়া দূরে থাকুক তাহারা স্পর্শও করিবেন না, ওরে! ভৃঙ্গদল! তোদের বাহ্যিক বর্ণের সহিত আন্তরিক বর্ণের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, তোরা মানব কুলের পরম শত্রু, সেই পাপেই বিশুদ্ধ কমল ছেদন করণে অসমর্থ হইয়াছিস। কিম্বা তোরা বনবাসি বিজ্ঞান বিহীন পশু, তোদের উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল, বরং উপদেশ শ্রবণে উত্তেজিত হইয়া আর পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারিস। হিতাহিত বিবেচনা শূন্য মৃগ কুলকে কদাচ উপদেশ দিবে না। ইহা অতীব যথার্থ কথা, ভাল, ইন্দ্রিয়গণ! তোমাদিগকেই অনুযোগ করি, তোমরা কি একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছ? কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কি একেবারে শরীর হইতে এক কালে প্রস্থান করিয়াছে, লোক লাজ সামাজিক ভয়জ্ঞান কি অন্তরে নাই? ভাল ভাল, জানিলাম বিপদ সময়ে সকলেই অন্তর্হিত হয়, তবে তোমাদিগকে প্রকৃত মিত্র বলিয়া পরিগণিত করা অনাবশ্যক। ভাল মন! তোমারই কি এই বিবেচনা হইল? তুমি কি জান না? যে বিপদ সময়ে অগ্রে তুমিই ক্লেশিত হইবে, এক্ষণে জানিলাম বিরহি জনের সন্তাপনে সকলেই সচেষ্ট।

(শিলাপট্ট হইতে গাত্রোত্থান করিয়া।)

দেখি বয়স্য কোথায় গেলেন, তিনি মরীচিকার ন্যায় বনান্তরে হংসরব শ্রবণে কামিণীচরণ নূপুর শব্দানুবোধে বিজন বিপিন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন (সবিস্ময়ে) একি ? বনশ্রেণীর অদূরে রোদন শব্দানুভব হইতেছে, অহো ! যথার্থই বটে ক্রন্দন রব যথার্থই হইল।

(মঙ্গলগর্ব্বের প্রবেশ।)

মঙ্গলগর্ব্ব। (অতি ব্যস্ত হইয়া) কোথায় সখা কোথায়, একবার এদিকে আইস, কই সখাকে যে দেখিতে পাই না তিনি আবার কোথায় গেলেন।

সত্যবান। বয়স্য ! ব্যাপার টা কি ?

মঙ্গলগর্ব্ব। এই যে সখা আসিয়াছ ভালই হইল।

সত্যবান। বয়স্য ! এত চিন্তাকুলের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছ কারণ কি ?

মঙ্গলগর্ব্ব। সখে ! অদ্য একটী অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি, বনমধ্যে তিনটী পরমসুন্দরী রমণী ক্রন্দন করিতেছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা দৃশ্যে ভদ্র কুলাঙ্গনা বোধ হইল কিন্তু বনমধ্যে অসহায়ে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া ভ্রমণ করায় সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে, তাহারা কি রাক্ষসী ? না মায়াবিণী ? মানব কুলের হিংসা কারণ মায়াবলে কমনীয় বেশধারণ করিয়া বন মধ্যে উপ-

শিত হইয়াছে। সখে! এবিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

সত্যবান। বয়স্য! বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যভাগ দিয়া বনান্তরাল বিলক্ষণ দৃষ্ট হয় অতএব আইস এই স্থান দিয়া ঐ রমণীত্রয়ের ব্যবহার দর্শন করি। (উভয়ের পার্শ্বে গমন। *)

সাবিত্রী। সখি! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই বৃথা সময় বিনষ্ট হইতেছে।

সখীদ্বয়। সখি! তোমার এ প্রতিজ্ঞা অত্যন্ত ভয়ানক।

সাবিত্রী। না সখি! আমি অবিলম্বেই অনলে বা জলে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তোমরা ইহাতে বাধা দিও না পিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছি উপযুক্ত পাত্র প্রাপ্ত হইলেই মানসে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্বাদ করিব কিন্তু, লোকত্রয় ভ্রমণ করিয়াও মনের মত পতি পাইলাম না পুনরায় গৃহে গমন করা নিষ্প্রয়োজন, সখি! এই নাও আভরণ গ্রহণ কর, এবং মাতাকে বলো তোমার হতভাগিনী সাবিত্রী এজন্মের মত বিদায় হইয়াছে, সখিগণকেও আমার নমস্কার জানাইয়া বলো যে বাল্যকালাবধি

* (এস্থলে অভিনয় সময়ে রঙ্গভূমিস্থ পার্শ্বপটিকার বৃক্ষ বিচিত্র ব্যবধানে উত্তোলন করিতে হইবেক তাহা হইলেই বনান্তরালের চিত্রিত পটিকা দর্শকগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইবেক।)

একত্রে শয়ন একত্রে ভোজন ও একত্রে উপবেশন করিয়াছি, তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও অন্তর হই নাই; এক্ষণে মরণ সময়ে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, মনের দুঃখ মনেই রহিল (সরোদনে) আর যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কোন অপরাধে অপরাধিনী হয়ে থাকি তাঁহারা যেন সে অপরাধ গ্রহণ না করেন।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল আড়াঠেকা।

বল বল আমারে আজ যত সখীগণে।
কেমনে দেখাবো মুখ প্রতি বাসিগণে॥
মনবাঞ্ছা না পুরিল, গৃহে কিবা ফল বল,
না হবে মম মঙ্গল, পতিধন বিনে।
যৌবনে এ কামানল, কত বা সহিব বল,
সকলি হলো বিফল, কি ফল জীবনে॥

অতএব সখি! আর বিলম্ব করিও না শীঘ্র অগ্নি আনয়ন কর।

(সখীদ্বয়ের সহিত সাবিত্রীর রোদন।)

মঙ্গলগর্ত্ত। বয়স্য! কি ব্যাপার? যুবতী কামিনী সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অকালে প্রাণ পরিত্যাগ করণে কৃতসংকল্পা হইয়াছে, ইহার কারণ কি?

সত্যবান। সখে! ইহার নিগূঢ় কারণ অবগত হওয়া আবশ্যক।

মঙ্গলগর্ভ। বয়স্য! তবে চল উভয়ে নিকটস্থ হই।

(উভয়ের পরিক্রমণ।)

সত্যবান। (রমণীত্রয়ের নিকটস্থ হইয়া) (সাগরিকার প্রতি) আপনার নিকট আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে যদি নির্ভয়ে প্রশ্ন করিতে আদেশ করেন তাহা হইলে চরিতার্থ হই।

সাগরিকা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) আজ্ঞা করুন। কিন্তু আপনার প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে।

সত্যবান। কি?

সাগরিকা। এই বিজন বিপিন মধ্যে মানব সমাগম অসম্ভব, আপনি কে? এবং কোথায় নিবাস? আর কি নিমিত্তই বা এই বনমধ্যে আগমন করিয়াছেন? এবং আপনার সঙ্গে উনিই বা কে? সামান্যতঃ বস্ত্রাদি দর্শনে বোধ হইতেছে বনবাসী ঋষি হইবেন, কিন্তু শারীরিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মন তাহাতে বিশ্বাস করে না।

সত্যবান। সুন্দরি! তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ তাহাই যথার্থ, আমরা বনবাসী ঋষিকুমার।

সাগরিকা। আপনি কি আমাদিগের সহিত পরিহাস করিতেছেন?

সাবিত্রী। (স্বগত) লোকত্রয় ভ্রমণ করিয়াও এমত চমৎকার রূপবান্ পুরুষ দর্শন করি নাই, বোধ হয়, ইনি

কামদেব, ছদ্মবেশে কুলাঙ্গনা দুঃখ মোচনার্থ আগত হইয়াছেন।

তরলিকা। (সাগরিকার প্রতি) সখি! রাজনন্দিনী উঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসার্থ উৎসুকা হইয়াছেন।

সত্যবান। অবশ্য জগতের রীতিই এই পরিচয় প্রদান করিলেই পরিচয় প্রদান করিতে হয়।

সাবিত্রী। (বাহ্যিক সরোষে) ইহা তোমার আপন মনের কথা।

সাগরিকা। জগদীশ্বর আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন তাহার সন্দেহ নাই কারণ আপনার আগমনে সখীর সন্তাপিত হৃদয় সুস্থ হইয়াছে।

তরলিকা। ভালইতো আপনারা এই স্থানে উপবেশন করুন আমরা প্রিয় সখীর পরিচয় প্রদান করি।

সত্যবান। সখীদ্বয় ইহা আশ্রমে নিসিদ্ধ ব্যাপার তোমার সখীকে বল এই শিলাপট্টে উপবেশন করুন, তাহা হইলে আমরা উপবেশন করিতে পারি।

সখীদ্বয়। সখী! ঋষিগণের অনুজ্ঞা উল্লংঘন করা অতীব অনুচিত।

সাবিত্রী। (সত্যবানের বামে উপবেশন করিয়া) এই বসিলাম আর কি?

সখীদ্বয়। এক্ষণে মনবাসনা পরিপূরিত হইল।

মঙ্গলগর্ভ। রাজকুমার! এই স্থান এক্ষণে পরম রমণীয় বোধ হইতেছে কারণ মদনবান পুষ্পাকের সহিত, এবং

মলয়পবন অপরূপ দম্পতী দর্শনে বিজ্ঞান বিহীন হইয়া মন্দগতি ধারণ করিয়াছে, নিকুঞ্জকাননস্থ পক্ষি-গণ অসামান্য সৌন্দর্য্য অবলোকন করত আনন্দে বিহ্বল হইয়া এক এক বার অতি চীৎকার সহিত আনন্দধ্বনি প্রকাশ করিতেছে, দম্পতীর অপরূপ রূপ দর্শনে মনের ক্লেশে সূর্য্যক্রমে তেজোবিহীন হইয়া জলধি মধ্যে নিপতিত হইতেছে, অতএব স্বভাবানু-যায়ী প্রকৃতিগণের অস্থির প্রকৃতির বিকৃতি দেখিয়া মনে অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছি।

সত্যবান। (স্বগত) এক্ষণে ঈপ্সিত বিষয় সুসিদ্ধ করিতে যত্নবান হওয়া আবশ্যক (প্রকাশ্যে) সুন্দরি! যদি এত অনুগ্রহ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ তখন যথার্থ নিজ পরিচয় প্রদানেও অস্বীকৃত হবে না, বিশেষতঃ আমরা বনবাসী বিশুদ্ধ স্বভাব ঋষিকুমার আমাদিগের নিকট এ বিষয় গোপন করত মানময়ী হইয়া থাকাও বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। সুন্দরি! এক্ষণে তোমাদিগের পরিচয় প্রদান আবশ্যক হইয়াছে, অগ্রে ইনি কোন রাজতনয়া তাহা বল।

তরলিকা। সখি! দেখেছ আন্তরিক সম্বন্ধসূত্রে পরিচয়ও প্রদান করিতে হয় না।

সাবিত্রী। তরলিকে! তোমায় উপস্থিত প্রলাপ বাক্যের অবিলম্বেই সমুচিত দণ্ড বিধান করিব।

তরঙ্গিকা। (জনান্তিকে সহাস্যে) এক্ষণে দণ্ড কর্ত্তা সম্মুখে উপস্থিত আজ্ঞা বিধান কর।

সত্যবান। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) অহো! দৈবের কি বিচিত্রাগতি আমি কিছু দিবস পূর্ব্বে যাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম, ইনি সেই কামিনীরত্ন এবং যাঁহার নিমিত্তই এতাবত্তাকাল জ্ঞানহীন হইয়া অসুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতেছি।

মঙ্গলগর্ভ। বয়স্য! এক্ষণে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভব হইয়াছে।

সত্যবান। বয়স্য! মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আর কি বিলম্ব আছে?

সাগরিকা। প্রিয়সখি! এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করণে সঙ্কল্প কর।

সাবিত্রী। (স্বগত) প্রিয়সখী মনের কথা বলিয়াছে, ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়াও এমন ভুবনমোহন রূপ দেখিতে পাই নাই তবে আন্তরিক বিষয় ও পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

তরলিকা। সখি! রাজকুমারী মনে মনে পরমসুখী হইয়াছে দেখিতেছ না নিরুত্তরা হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছেন।

সাবিত্রী। সখি! এ তোমাদের আপন মনের চিন্তা।

উত্তরে। (ঋষিকুমার দ্বয়ের প্রতি) আপনারা এই শিলাপট্টে উপবেশন করুন ও প্রিয়সখীর পরিচয় গ্রহণ

সাবিত্রী। (বাহ্যিক কোপ প্রকাশ করিয়া) যদি পরিচয় দানের ইচ্ছা থাকে তোমরাই কেন পরিচয় প্রদান কর না।

সাবিত্রী। (সখী দ্বয়ের প্রতি) যে স্থানে এমত অবিচার সে স্থানে ভদ্রের বাস উপযুক্ত নয়।

সত্যবান। (সাদরে) রাজকুমারি ! অবিচার কি রূপ ?

সাবিত্রী। সখি ! সকল স্থানেই একরূপ রীতি আছে, অগ্রে গৃহস্থ স্বীয় মনের অভিপ্রায় ও নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া পরে অতিথি সৎকারে নিযুক্ত হন, কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত।

সত্যবান। রাজকুমারি ! গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্ম ইহা সম্যক্ রূপে স্বীকার করি, কিন্তু আমরা বনবাসী ঋষিকুমার বন-মধ্যে চিরকাল বাস করি, সামাজিক রীতি নীতিতে বিশেষ অজ্ঞ থাকিব তাহার সন্দেহ কি, এবং তাহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে বনচারীও লোকালয় বাসীগণের নীতি কখনই একরূপ হইবে না।

সাবিত্রী। সখি ! বনচারীগণের সহিত বনচারীগণ ভিন্ন অন্যের প্রণয় হওয়া অসম্ভব।

সত্যবান। রাজকুমারি ! একথা তুমি বলিলে বলিতে পার, কিন্তু বনবাসী ঋষিকুমার সামান্য মানবগণ হইতে ও প্রণয় বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছে বিশেষতঃ সা-মাজিক পদবীর অন্তর হওয়ায় তাহারা হিংসা, দ্বেষ, খলতা ইত্যাদি বিবিধ দোষ হইতে অত্যন্ত অন্তর।

মঙ্গলগর্ভ। রাজকন্যে! আপনি এই ছদ্মবেশী বনবাসী ঋষিকুমারের পরিচয়ে অপরিচিত আছেন, কিন্তু উনি সামান্য ঋষিকুমার নহেন, রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

সাগরিকা। ইহা আমরা প্রথম দর্শনেই অন্তরে স্থির করিয়াছি।

তরঙ্গিকা। উনি কোন রাজার পুত্র?

মঙ্গলগর্ভ। দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র ইহাঁর নাম সত্যবান।

সাবিত্রী। (মনে মনে) হৃদয় বিশ্বাসিত হও বিশ্বাসিত হও, তরলিকা মনের কথা বলিয়াছে।

তরলিকা। রাজকুমারের বনবাসের অভিপ্রায় কি?

সত্যবান। দৈবই প্রেরণ করিয়াছেন।

সাগরিকা। রাজকুমারি! এক্ষণে পরিচয় পাইলে তো, যুবরাজকে পতিত্বে বরণ কর।

সাবিত্রী। হৃদয় অগ্রেই বরণ করিয়াছে এক্ষণে তোমার বলা বাহুল্য।

সাগরিকা। যুবরাজ! আমরা কানন মধ্যস্থ আশ্রম, ও বৃক্ষবাটীকা দর্শনে গমন করি আপনি সখীর সহায় স্বরূপ এ স্থানে অবস্থান করুন। (তরলিকার প্রতি) তরলিকে! এস আমরা সখার সহিত বনান্তরালস্থ গিরিনদী দর্শনে গমন করি।

সাবিত্রী। এ কি সখি! আমাকে অসহায়ে বনমধ্যে ফেলিয়া চলিলে?

উভয়ে। সে কি সখি! রাজকুমার তোমার সহায় হইলেন আবার একাকিনী বল?

গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়খেমটা।

একাকিনী কেমনে সই বলো ওলো বিনোদিনী;
যার পাসে আছেন বসে পৃথিবীর নাথ যিনি॥
এই হেতু প্রিয়সখি, কুমারে নিকটে রাখি,
চলিলাম দেখিবারে সুরকুঞ্জ তরঙ্গিণী।

(গন্ধর্ব্ব ও সখীদ্বয়ের প্রস্থান।)

সত্যবান। (সাবিত্রীর নিকটস্থ হইয়া) রাজকুমারি! মুখাবরণ মোচন করত সুস্থ হও।

সাবিত্রী। (সলজ্জভাবে) আমি সখীগণের অন্বেষণে গমন করি।

(প্রস্থানোদ্যম।)

সত্যবান। (বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া) একি! বনের দুর্গম পথে একাকিনী গমন করা অত্যন্ত ভয়ানক (পার্শ্বে বসাইয়া) রাজকুমারি! সুস্থ হও।

সাবিত্রী। সুস্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে।

সত্যবান। (হস্ত দ্বারা মুখাবরণ মোচন করিয়া) প্রিয়ে! তোমার মুখ কমল দর্শনে মানস সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে।

সাবিত্রী। (কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া) পুরুষের সকলই বিপরীত, কমল দর্শনে সূর্য্য প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব।

সত্যবান। সুন্দরি! মানসিক অত্যন্ত সুখবোধ হইলে সম্ভব পরও জ্ঞান থাকে না, (হস্ত হইতে স্ফাটিক মালা, ভুমিতলে পতিত হইবা মাত্র সাবিত্রী সঙ্গোপনে গল-দেশে ধারণ করিল।)

(মঙ্গলগর্ব্বের সহিত সখীদ্বয়ের প্রবেশ।)

সখীদ্বয়। যুবরাজ! সখীকে ক্ষণঃকালের নিমিত্ত রক্ষা করি-য়াছিলে, তন্নিমিত্ত আমরা অত্যন্ত বাধিত হইয়াছি, এক্ষণে জগদীশ্বর করুন আপনি চিরকালের নিমিত্ত সখীর রক্ষক হউন।

তরলিকা। রাজকুমারি! সায়ংকাল উপস্থিত এক্ষণে আর এস্থানে থাকা বিধেয় নহে।

সাবিত্রী। সখি! রথানয়ন কর।

তরলিকা। এমত সঙ্কীর্ণ স্থানে রথানয়ন করা দুরূহ। চল বনান্তরালে রথারোহণ করিগে।

সাগরিকা। সখি! এক্ষণে রাজকুমারের নিকট বিদায় প্রা-র্থনা কর।

সাবিত্রী। (সলজ্জভাবে) সখি! আমি বলিতে লজ্জিত হই-তেছি, আমার প্রতিনিধি স্বরূপে তুমি রাজকুমারের নিকট বিদায় প্রার্থনা কর, এবং আর বল যেন মধ্যে মধ্যে স্মরণ করেন।

সাগরিকা। রাজকুমার! সখী আপনার নিকট বিদায় প্রার্থ-না করিতেছে।

সত্যবান। সুন্দরে যেন এদাস স্মরণ পথে পতিত হয়।

সাবিত্রী।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

চরণ অবশ হল, চলিতে পারি না আর।
দেহ লয়ে যেতে নারি, মনে করি পরিহার॥
চঞ্চল নয়ন পুন, লইল স্মরণ তার।
থর থর কলেবর, করিতেছে অঙ্গ আর॥

(গান করিতে করিতে সখীদ্বয়ের সহিত প্রস্থান।)

সত্যবান। আশার ফল প্রাপ্ত হইলাম।

গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

মন মত ধনে আনি যদি বিধি মিলাইল।
মনসাধ না পুরিতে পুন তারে হরেনিল।
জ্বলিয়ে বিরহানলে, আসি প্রেম সিন্ধুকূলে,
শান্তি আশে ঝাঁপদিতে অমনি সে শুখাইল।

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

চতুর্থ কাণ্ড।

তৃতীয় অঙ্ক।

পটোত্তোলনানন্তর।

রাজপুরী (রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। সাবিত্রী দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র সত্যবানকে বরণ করিয়াছে শুনিয়া হর্ষ বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলাম। কারণ সত্যবান রাজ্যচ্যুত এক্ষণে বনবাসী ঋষিগণ গণনায় গণনীয়, অনিয়মিত সময়ে বৃক্ষের গলিত পত্র ও গিরি নদীর উষ্ণ কষায় জল পান করিয়া সমস্ত শর্ব্বরী জাগ্রতাবস্থায় যাপন করিতে হয়, যাহা হউক, যখন সাবিত্রী তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছে তখন তাহাকে জামাতা বোধে আদর করাই উচিত (পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া।) অহো! বোধ করি মহামুনি নারদ আসিতেছেন। মন্ত্রীবর যাও সাবিত্রী ও দেবীকে এস্থানে আসিতে বল।

(মন্ত্রীর প্রস্থান।)

(রাজা সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন।)

নেপথ্যে।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

এসে ভবের হাটে হরিনাম টী কেউ ভুল না।
মরণ কালে হরি বিনে তরণ তরি কেউ পাবে না॥
আমার আমার বলছ বটে, আমার কেবল মুখেরটে,
সময় পেলে আমার বলার টান্ থাকে না।
যত দেখ ভাল বাসা, সকল কেবল আশার আশা,
আলোকেরি ছায়া প্রায় অন্ধকারে আর থাকে না॥
জগত অসার সার, যশকীর্ত্তি সার তার,
শেষে সবে শবাকার, কেবল আগু পিছু আনাগোনা।
দেহ পিঞ্জরের প্রায়, নটি দ্বার খোলা তায়,
কবে পাখি উড়ে যায়, দিনক্ষণ নাহি মানা॥
সোণার খাঁচা দূরে ফেলে, আত্মা পাখি উড়ে গেলে,
আবার হাজার খাবার দিলে, এমন পোষাপাখি আর
পাবে না।

(মন্ত্রী ও নারদের প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ! মহর্ষি নারদ আগমন করিলেন।

রাজা। (ব্যাগ্র হইয়া দণ্ডায়মান পূর্ব্বক) আসিতে আজ্ঞা হয়, আসিতে আজ্ঞা হয়, মহাশয়! এই দীন জনের ভবনে অসীম কৃপা বিতরণ পুরঃসর পদার্পণ করাতেই জন্ম সফল কর্ম্ম সফল ও গৃহ সফল হইল। (অন্যদিগে) ওরে কে আছে রে মহর্ষিকে শীঘ্র আসন

প্রদান কর। (ভৃত্যের আসন প্রদান) মহাশয় এই আসনে উপবেশনে অধীনকে চরিতার্থ করুন্। ওরে! অবিলম্বে অর্ঘা আনয়ন কর।

নারদ। মহারাজ! গিরীশ দৌহিত্রীদ্বয় আপনকার গৃহে অ-চলা হইয়া অবস্থান করুন্। স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সর্ব্ব স্থানেতেই গমনাগমন করিয়া থাকি, কিন্তু কোন স্থানে আপনার ন্যায় সৎস্বভাব সম্পন্ন মহাত্মা নয়ন পথে পতিত হয় না, জগদীশ্বর আপনার সদ্গুণে সন্তুষ্ট হইয়া অবিলম্বেই আপনকার গৃহকে পুত্ররূপ দীপ দ্বারা সমুজ্জ্বল করিবেন।

(অর্ঘ্য লইয়া পরিজনের প্রবেশ।)

পরিজন। এই ভগবানের অর্ঘ।

(অর্ঘ্য রাখিয়া প্রস্থান।)

নারদ। মহারাজ! আপনার কন্যা পরিণয় যোগ্যা হইয়া-ছেন, কোন নৃপকুল তিলককে স্বর্ণ লতিকা সাবিত্রী সতী সমর্পণে মানস করিয়াছেন?

রাজা। মহাশয়! কুমারী স্বয়ংই তাহা স্থির করিয়াছেন, আমায় সে বিষয়ে বড় পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই, আর আপনি বিবেচনা করুন, যাহার চির সুখ সৌভাগ্য বর্দ্ধনার্থ পিতাকে পাত্র অন্বেষণ করিতে সাতিশয় আয়াস প্রকাশ করিতে হয়; সেই যদি স্বয়ংই মনোমত পতিতে অনুগতা হইল, ইহা অপেক্ষা সৌ-ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।

নারদ। সাবিত্রী কাহাকে পাণি গ্রহণার্থ স্থির করিয়াছেন?।

রাজা। মহাশয়! সূর্য্য-বংশাবতংশ-রাজা-দ্যুমৎসেনের-তনয় কুমার সত্যবানকে স্থির করিয়াছেন।

নারদ। কি বলিলেন দ্যুমৎসেন পুত্র সত্যবানকে বরণে স্থির করিয়াছেন, হাঁ।—(গ্রীবানত করিয়া রহিলেন।)

রাজা। সে কি মহাশয়! এ প্রকার বিরুক্তি প্রকাশ করিলেন যে, অবশ্যই ইহাতে কোন প্রতি বন্ধক থাকিবে।

নারদ। না এমন প্রতিবন্ধক কি, তবে কি না আপনার এবিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করা উচিত ছিল।

রাজা। আপনি যাহা মনে করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই আমি কহিয়াছিলাম, যে রাজ্যচ্যুত রাজা, তাঁহার পুত্রকে বরণ করিলে লোকে অপযশ প্রকাশ করিবে, তা যখন দেখিলাম তিনি কোন মতে এই বিষম পদবী হইতে বিরত হন না, তখন অগত্যা অভিমত দিতে হইল।

নারদ। মহারাজ! ইহাতো দোষের মধ্যেই গণ্য নয়, যে স্থলে স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপা সাবিত্রী সতী তাঁহার গৃহে গমন করিতেছেন, তখন তিনি পুনরায় রাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবেন তাহার সন্দেহ কি?।

রাজা। ভগবন! তবে ইহা পেক্ষা এমন গুরুতর দোষ কি আছে, আমাকে অবিলম্বে বলিয়া চিরক্রীত করুন, আমি এমন পাত্রে কখনই কন্যা প্রদান করিব না, আপনি যাহা কহিবেন তাহাই করিব।

নারদ। মহারাজ! এদোষ শ্রবণ করিতে হইলে সাতিশয়

সাহস অপেক্ষা করে, যেহেতুক এই সংবাদ টি কর্ণ-কুহরে প্রবেশ মাত্রেই বজ্রাঘাত সদৃশ একটি আঘাত আপনাকে সহ্য করিতে হইবে।

রাজা। ভগবন্! এই কথাতে আমার উৎকলিকাকুল চিত্ত আরও বিচ্ছিন্ন হইল, আর বিলম্ব করিবেন না ত্বরায় আমাকে এই বিষয় জ্ঞাত করিয়া বাধিত করুন।

নারদ। মহারাজ! আপনি নিতান্ত শুনিবেন, তবে শুনুন, আপন তনয়া যাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে মানস করিয়াছেন, সেই নৃপকুমার আর এক বৎসর পরেই কালের করাল গ্রাসে পতিত হইবেন। এই পর্য্যন্ত তাঁহার পরমায়ুঃ বিধি কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে।

রাজা। (কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া) কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্ব-নাশ। ভগবন্! আপনি চিরকাল আমাদিগের বংশের শুভ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, আপনি ব্যতীত কোন ব্যক্তি এবিপদ হইতে পরিত্রাণ করে? আজ কি সৌভাগ্য ফলে ও পুণ্যবলে আপনার শ্রীচরণ সন্দর্শন হইয়াছিল, তাই এই মহৎ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। হা দৈব! এই চক্ষে প্রাণের দুহিতার চির বৈধব্য যাতনা দেখিতে হইত।

যখন দুহিতা মম পতির কারণ।
হাহাকারে উর্দ্ধস্বরে করিত রোদন॥
ছিন্ন স্বর্ণলতা সম ভূমিতলে পড়ি।
পতিশোকে মনদুঃখে দিত গড়াগড়ি॥

কুরঙ্গ নয়ন হতো শোকে ছল ছল।
ভাসিত নয়ন জলে মুখ শত দল ॥
হৃদয় বিদীর্ণ হতো তাহা দরশনে।
বাঁচি লাম প্রভু আজ তোমার কারণে ॥

নারদ। মহারাজ! এক্ষণে সাবিত্রীকে এবিষয়ে নিরস্ত করুন, আমি স্বয়ং লোকত্রয় ভ্রমণ করিয়া অসামান্য রূপ গুণ সম্পন্ন পাত্রে সাবিত্রী সমর্পণ করিব।

রাজা। মহানুগ্রহ, কঞ্চুকিন্! রাজ্ঞীকে এস্থানে আসিতে বল।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা।

(কঞ্চুকির প্রস্থান।)

মন্ত্রী। মহারাজ! অগ্রে সাবিত্রীর মত জানিয়া পরে মহামুনির নিকট স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

(দেবী ও কঞ্চুকির প্রবেশ।)

দেবী। মহারাজের জয় হউক, মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! কি নিমিত্ত আহ্বান করিলেন?

রাজা। দেবি! এস এস এই আসনে উপবেশন কর।

দেবী। ভগবন্ প্রণাম করি।

নারদ। শ্রীমতীর মঙ্গল হউক।

রাজা। প্রিয়ে! একটী ভয়ানক সমাচার অবগত করিবার কারণ তোমাকে এস্থানে আহ্বান করিয়াছি।

দেবী। (সভয়ে)। মহারাজ! কি অমঙ্গল বার্ত্তা?

রাজা। প্রিয়ে! সত্যবানের আর এক বর্ষ পরমায়ু অবশিষ্ট

আছে, এমতে কি প্রকারে সাবিত্রীকে পতিত্বে বরণে অনুমতি করি।

দেবী। মহারাজ! কি বলিলেন! সত্যবানের আর এক বর্ষান্তে জীবন শেষ হইবে?

নারদ। হাঁ! বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট পরমায়ুঃ কে খণ্ডিতে পারে?

দেবী। মহারাজ! কাহাকেও অনুমতি করুন, সাবিত্রীকে এস্থানে আনেন্।

রাজা। কঞ্চুকিন্! যাও সাবিত্রীকে এস্থানে আন।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(কঞ্চুকির প্রস্থান।)

মন্ত্রী। মহারাজ! সাবিত্রীর বিষয়ে সন্দেহিত হইতেছি, সাবিত্রীকে এবিষয় হইতে নিরস্ত করা অতি কঠিন ব্যাপার।

রাজা। মন্ত্রিন্! মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পিতা মাতার কখনই অভিলাষ হয় না!

(সাবিত্রী ও কঞ্চুকির প্রবেশ।)

সাবিত্রী। মা! প্রণাম করি।

দেবী। বৎসে! চিরজীবিনী হও।

সাবিত্রী। ভগবন্! প্রণাম করি।

নারদ। কল্যাণ হউক।

সাবিত্রী। পিতঃ! চরণ বন্দনা করি!

রাজা। সাবিত্রি! আশীর্ব্বাদ করি পতি প্রিয়া হও।

দেবী। বৎসে! এক্ষণে আমার একটী কথা আছে, অঙ্গীকার কর যেন অন্যথা না হয়।

সাবিত্রী। মা! কথাটী বল, প্রতিপাল্য হইলে অবশ্য প্রতিপালন করিব।

দেবী। বৎসে! সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করা হইবেক না, তিনি অতি অল্পায়ুঃ।

সাবিত্রী। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।)

দেবী। বড় যে নিরুত্তরা হইয়া রহিলে?

সাবিত্রী। মা! এবিষয়ে আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আমি যখন মনে মনে তাঁহাকে বরমালা প্রদান করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি, কোন অনুরোধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না, জগতে এই রীতিই সম্যক্ প্রকারে বর্ত্তমান আছে, একবার মৃত্যু হয়, একবার জন্ম হয়, একবার মাতা পিতা কন্যাদান করিতে পারেন এবং পরিণীতা বালা একবার এক জনকেই স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, মা! আমি যখন তাঁহাকে একবার মনে মনে বরণ করিয়াছি, তখন কোন ক্রমেই সে বিষয়ে নিরস্ত হইব না।

দেবী। বৎসে! সত্যবান্ অল্পায়ুঃ একবৎসর পরেই তাহার মৃত্যু হইবেক, অতএব জানিয়া শুনিয়া কিরূপে মৃতকল্প পাত্রে কন্যা সম্প্রদানে পিতা মাতায় যত্নবান্ হইব।

সাবিত্রী। মা! সত্যবান্ মৃতকল্প হইলেও আমি তাঁহাকে পরিত্বে বরণ করিব।

রাজা। বৎসে! পিতা মাতার কথা শ্রবণ করা সন্তানের উচিত কর্ম্ম, যখন আমরা তোমাকে এ বিষয়ে নিবৃত্ত করিতেছি, তখন আমাদিগের বাক্য রক্ষা করিতে বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক. যে মাতা দশমাস দশদিন নানা ক্লেশে ক্লেশিত ও বিবিধ রোগ সহ্য করত প্রসব সময়ের বিজাতীয় কষ্ট গ্রহণে তোমাকে ভূমিষ্ঠ করিয়াছেন, সেই মাতার বাক্যে অসম্মত হওয়া কি উচিত কর্ম্ম হয়?

সাবিত্রী। অল্পবুদ্ধি জন নিজ কর্ম্ম দ্বারা অবশেষে অনুতাপ করণে প্রবৃত্ত হয়, এমত বিবেচনা করিয়া আমাকে সত্যবান বরণে অনুমতি করুন।

মন্ত্রী। মহারাজ! সাবিত্রী সামান্যা কন্যা নয়, বিশেষতঃ বিধবা লক্ষণ শরীরে দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় কোন অদ্ভুত পূর্ব্ব ঘটনা দ্বারা সাবিত্রী সত্যবান সংরক্ষণে সমর্থা হইবে, যাহাউক, মহারাজ! এ বিষয়ে সাবিত্রীকে বারম্বার অনুরোধ করিবেন না, "ভবিতব্যং ভবত্যেব," ইত্যাকার বিবেচনা দ্বারা সুস্থির হউন!

রাজা। সাবিত্রি! যখন সত্যবান বরণে তোমার একান্ত মানস হইয়াছে তখন তাহাতে বারম্বার অনুরোধ করা বৃথা, স্বেচ্ছানুসারে সত্যবানকে বরণ কর গে, দেবি! সাবিত্রীকে আগামি কল্য শুভ দিনে সত্যবানে সমর্পণে অনুমতি কর।

দেবী। মহারাজ! আপনি অনুমতি করিলেই আমার অনুমতি হইয়াছে।

রাজা। মন্ত্রিন্! বিবাহাবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সাধন করণে সম্যক্ প্রকারে তৎপর হও, রাজধানীতে এবিষয়ের ঘোষণা করিয়া দেও, প্রজাগণ নৃত্যগীতাদিদ্বারা পরিতৃপ্ত হউক, ভট্টগণ প্রকাশ্যমার্গে সত্যবান ও সাবিত্রীর গুণ কীর্ত্তন করুক। অধ্যাপকগণ স্বীয় স্বীয় চতুষ্পাঠীতে ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব বেদাদি উপনিষদের অধ্যাপনে জনগণের চিত্তাকর্ষণ করুন, গণিকাগণ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বাদ্যাদির সহযোগে নদীতীর হইতে মঙ্গলঘটে বারি আনয়ন করুক।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(মন্ত্রির প্রস্থান।)

নারদ। মহারাজ! সাবিত্রীর বিষয়ে সম্যক্ প্রকারে নির্ভয় থাকুন, অপরূপ সুলক্ষণাক্রান্তা বালিকা কখনই বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিবে না।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূষক। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, মহারাজ! নগরে সাবিত্রী সত্যবান বিবাহের যথেষ্ঠ সমারোহ লক্ষিত হইতেছে, মহারাজ! বীরনগরের রাজকুমারের সহিত পরিণয় কর্ম্ম সম্পাদিত হইলে যথেষ্ঠ আহার করিতে পাইতাম, কিন্তু সাবিত্রী কোথা হইতে

একটা মৃতকল্প পাত্র আনিয়া উপস্থিত করিল, যে তাহার বিবাহ সময়ে আহার করা দূরে থাকুক বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইলেও লইতে পারে, সেটা বনবাসী দস্যু কুমার, হা! বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? একদিনও পেটভরিয়া কন্যার করিতে পারিলাম না, মনের খেদ মনেই রহিল, কোথায় বীরবর রাজার পুত্র মহারাজার জামাতা হইবে কোথায় বনবাসী ঋষি-কুমার সেই স্থলে অভিষিক্ত হইল, কোথায় সহস্র-সেনা পরিবৃতা হইয়া সাবিত্রী শ্বশুরালয়ে গমন করিবে গমন করিয়া কাঞ্চন নির্ম্মিত বিবিধ প্রবাল খচিত খট্টায় শয়ন করত, চিরজীবন অশেষ সুখে অতি বাহিত করিবে, কোথায় বৃক্ষমূলে কুশাসনে শয়ন, বন-জাত ফলমূলাদি ভক্ষণে গিরিনদীর উষ্ণকষায় জল-পান করত যৌবনকাল বিক্ষেপিত হইল।

(মন্ত্রির প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজের জয় হউক, জয় হউক, মহারাজ! সকল প্রস্তুত, এক্ষণে আপনি স্বপুরে গমন করুন, তথায় আবশ্যকীয় বিবিধ বিষয়ের পরামর্শ কারণ অন্তঃ-পুরস্থ বৃদ্ধাগণ মহারাজের ও দেবীর সমাগম অপেক্ষা করিতেছেন।

রাজা। দেবি! তবে চল আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, অন্তঃ পুরস্থ বৃদ্ধাগণ আমাদিগের সমাগম-প্রতীক্ষা করিতে-ছেন।

দেবী। মহারাজ! তবে চলুন।

নারদ। মহারাজ! আমি এক্ষণে স্বস্থানে গমন করি, সাবিত্রী বিষয়ে ভাবিত হইবেন না. সাবিত্রী সামান্যা কন্যা নন্।

রাজা। প্রভো! তবে প্রণাম করি।

নারদ। চিরজীবী হও।

(নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

(সাগরিকা, তরলিকা, ও সাবিত্রীর প্রবেশ।)

সাগরিকা। সখি সাবিত্রি! শ্বশুর ভবনে গমন করিয়া যে যে বিষয় প্রতিপালন করিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর।

সাবিত্রী। সখি! তোমরা সে সকল বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ অনুগ্রহ করে আমাকে বল আমি তাহাই শিক্ষা করিয়া তদনুগামিনী হইব।

তরলিকা। সখি! তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ বিলক্ষণ বুদ্ধিমতীও বট, তোমাকে শিক্ষা দেওয়া বাড়ার ভাগ।

সাবিত্রী। না সখি! উপদেশ গ্রহণে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা করে না, সখী সাগরিকা ও হেমলতিকা এবিষয়ে বিলক্ষণ উপদিষ্টা, উঁহারা যে পরামর্শ দেবেন তাহাই আমার গ্রাহ্য।

সাগরিকা। সখি! শ্বশুর ভবনে গমন করিয়া সময়ে পতি শুশ্রুষা, সময়ে শ্বশুর শাশুড়ির সেবা এবং অনুগত জনের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিও. আর সখি যদি সপত্নী থাকে তাহাকে নিজ প্রিয়সখীর ন্যায় যত্ন কর,

দেখো যেন সপত্নীবলে তাহার প্রতি হিংসা করিও না, নিয়ত ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করে স্বামির স্বমতে ও শ্বশুর শ্বাশুড়ির অনুমত্যনুসারে কর্ম্ম কর্যে যাতে লোকে ভাল বলিবে, সকলের আদরিণী ও পতি সোহাগিনী হবে, সৌভাগ্যশালিনী হতে পারবে।

সৈনিক পুরুষদ্বয়ের প্রবেশ।

প্রথম। তার পর?

দ্বিতীয়। তার পর মহারাজ রথাদি প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিয়া রাণীর নিকট বিদায় গ্রহণে গমন করিয়াছেন, অবিলম্বেই আসিবেন, সাবিত্রী এতক্ষণে পরিণীত-বেশা হইয়া মহারাজের অপেক্ষায় রহিয়াছেন কা-রণ বৃদ্ধ কঞ্চুকী অনেকক্ষণ হইল সাবিত্রীকে আ-নিতে আদিষ্ট হইয়াছে।

সাবিত্রী। সখি! ঐ দেখ কাহারা আসিতেছে বোধ হয় পিতা আসিবেন চল এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অন্তঃপুরে গমন করি।

উভয়ে। হাঁ সখি।

(সাবিত্রী সখীদ্বয়ের সহিত প্রস্থান।)

প্রথম। ওহে ভাই তবে চল আমরা রথারোহণ করিগে।

দ্বিতীয়। হাঁ। ভাই তবে চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

সাবিত্রী সত্যবান নাটক।

পঞ্চম কাণ্ড।

প্রথম অঙ্ক।

পটোত্তোলনানন্তর সায়ংকাল বন।

(সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ।)

সাবিত্রী। নাথ! আমিও তোমার সাহিত গমন করিব।

সত্যবান। প্রিয়ে! তুমি একে অবলা স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ তিন দিন আহার করা দূরে থাকুক বিন্দুমাত্র জল ও গ্রহণ কর নাই, অতএব তোমাকে অদ্য আমি কোন মতেই বনমধ্যে লইয়া যাইতে পারিব না, বরং অন্য এক দিন আমার সহিত উপবনে গমন করিলেও করিতে পার।

সাবিত্রী। নাথ! তাহা হইবে না আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমার সহিত গমন করিব, ইহাতে তুমি বাধাদিলেও আমি নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না।

সত্যবান। যদি নিতান্তই গমনে স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তবে চল।

(উভয়ের কিয়দ্দূর গমন।)

সাবিত্রী। নাথ! আহা এই শিরীষবৃক্ষ কুসুমিত হইয়া অ-পূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

সত্যবান। প্রিয়ে! তুমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত এস্থলে অবস্থান কর, আমি এই শিরীষ বৃক্ষোপরি আরোহণ করি অদ্য আমাদিগের কাষ্ঠ নাই এই শিরীষবৃক্ষের শুষ্ক শাখা দ্বারা আমাদেরো বিশেষ উপকার হইবেক, এবং বৃক্ষেরও শোভা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

(সত্যবান বৃক্ষোপরি আরোহণ করিল।)

সাবিত্রী। নাথ! ঐ পুষ্পস্তবকটি নিয়ে ফেলিয়া দেও, ঐটি দেখিতে বড়ই সুন্দর।

সত্যবান। প্রিয়ে! ভ্রমরগণ পুষ্প বিরহভয়ে চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছে, উহাতে হস্ত প্রদান করা দুরূহ. (কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া) প্রিয়ে! আমার মস্তক বেদনা করিতেছে, বোধ হয় যেন আমার কাল উপস্থিত, শরীরক্রমে অবসন্ন হইতেছে! আর বৃক্ষোপরি বসিবার শক্তি নাই, আমাকে ধর (হস্ত প্রসারণ করত ভূমিতলে পতিত হইলেম।)

সাবিত্রী। (দৌড়িয়া গিয়া সত্যবানকে ধরিয়া সন্তর্পণে ক্রোড়ে নিবেশিত করিয়া) হা, নাথ! কি হইল বুঝি দুরন্ত নারদের কথা যথার্থই হইল, নাথ! তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে, হৃদয়! এত দিনে কি জানিতে পার নাই যে পুরুষের মন পাষাণ হইতেও

কঠিন, পুরুষের আত্ম পর বিবেচনা নাই, দয়া নাই, মমতা নাই, নাথ! উঠ উঠ, আর অনর্থক নিরপরাধিনী কুলকামিনীকে ক্লেশিত করো না, এক বার বিশাল নয়নে নিরীক্ষণ কর, হতভাগিনী সাবিত্রী, পিতা মাতা সহোদর সহোদরাগণ পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে শরণ লইয়া ছিল, এক্ষণে শরণাগতকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পর হওয়া উচিত নয়, আশালতা হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত হইল, এক্ষণে হতাশ সূর্য্য বৈধব্য যন্ত্রণা রশ্মিদ্বারা চিরকাল ক্লেশিত করণার্থ সমুদিত হইল, সৌভাগ্য চন্দ্রমা দৈব বিড়ম্বনা মেঘে আচ্ছাদিত হইল, এক্ষণে জীবন বিফল!

গীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল আড়াঠেকা।

এই কি কপালে ছিল বিধির লিখন।
এ সময়ে প্রাণনাথ তেজিল জীবন॥
প্রেমতরু হৃদিপরে, রোপিনু যতন করে,
অকালে সমন তারে, করিল নিধন।
কত আশা মনে ছিল, প্রাপ্ত হব সুখ ফল,
মুকুলে বিবাদী হল, বিধাতা এখন॥

নাথ! উঠ উঠ, এক বার অধিনীর দিকে দৃষ্টিপাত কর, অদ্য তোমার পিতা মাতার নিকট আমি কি বলিয়া মুখ দেখাইব, নাথ! অধিনীকে দয়া করে এক বার গাত্রোত্থান কর, হে বনবাসী বিনিদ্রিত

পক্ষিগণ! হে বনদেবতাগণ। তোমরা একবার অনুগ্রহ করিয়া নাথকে গাত্রোত্থান করিতে অনুমতি কর। নাথ উঠ উঠ একবার গাত্রোত্থান কর তোমার অন্ধ পিতা মাতা তোমা বিরহে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, (ক্ষণঃকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) হা! ব্রাহ্মণ গণের অ-মোঘ বাক্যও সময়ে এবং কাল গুণে অন্যথা হয়। ভবানীপতিও কি আমার প্রতি একেবারে কৃপা শূন্য হইলেন?

গীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়াঠেকা।

কেমনে এবনে ভবপাব তব দরশন।
বিপদে পড়িয়ে নাথ লয়েছি তব শরণ॥
জগত জন জীবন, মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চানন,
ভবভয়ে পায় ত্রাণ, করিলে তব সাধন।
কাম দর্প ধ্বংস কর, আশুতোষ দিগম্বর,
দাসীরে করুণা কর, পতিপ্রাণ কর দান॥
সাবিত্রী জীবন হর, শিবলোক শিবকর,
পার্ব্বতী প্রাণেশহর, হর কর পরিত্রাণ।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) ক্রমে রজনী নিজ-গাঢ় তিমির দ্বারা বনস্থলী ব্যাপিত করিল। ভয়ানক হিংস্রক পশুগণ আহারান্বেষণে ইতস্তত ভ্রমণ করি-তেছে, অদূরে পেচক কুলের অমঙ্গল ও দূষিত চিৎ-কার দ্বারা এমন রমণীয় বনস্থলী ও শ্মশান বৎ বোধ

হইতেছে, এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করি। মন! শান্ত হও বিপদ সময়ে অস্থিরতা প্রকাশ করিও না শোকাবেগ সম্বরণ করত সুযুক্তি যুক্ত উপায়ের পন্থা অন্বেষণ কর (কিয়ৎকাল চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া।)

অহো! এতক্ষণে জানিলাম ভবানীপতি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন।

(যমের প্রবেশ।)

সাবিত্রী। ভগবন্! প্রণাম করি, আপনি সহায় হইলে আর কি ভয়, যম। (স্বগত) আহা! পতিব্রতা স্ত্রী পতি শোকে ইতঃ পর বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, (প্রকাশ্যে) কন্যে! আমি যমরাজ তোমার মৃত পতিকে লইতে আসিয়াছি, এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পতির ঊর্দ্ধ দৈহিক নিয়মিত কর্ম্মে যত্নবতী হও, পরে ব্রহ্মচর্য্য অথবা পুনর্ব্বিবাহ দ্বারা জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিও, (যম সত্যবানের দেহ পাশে বদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশে প্রক্ষেপ করত প্রস্থানোদ্যম করিল।)

সাবিত্রী। হৃদয়! এক্ষণে আর অনুশোচনে প্রয়োজন করে না, (যমের পশ্চাৎ গমন।)

যম। (পশ্চাদবলোকন করিয়া) একি! তেজে যে দগ্ধ প্রায় হইলাম, রাজকন্যে! তুমি পতির পারত্রিক মঙ্গল কর্ম্মে বিরত হইয়া আমার, সহগামিনী হইয়াছ, ইহার কারণ কি?

সাবিত্রী। ভগবন্! জগতীতলে পূর্ব্ব পরম্পরা এরূপ নীতি প্রচলিত আছে, যে সল্লোকেরা সৎ সহবাসেই সর্ব্বদা কালক্ষেপ করেন যদ্দ্বারা ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের ক্রমশঃ আলোচনা দ্বারা অন্যান্য বিবিধ প্রকার নিকৃষ্ট কর্ম্মে অনাদর হইতে পারে, তন্নিমিত্তেই লোকে প্রথমতঃ সৎ সহবাসই জ্ঞানার্জ্জনের পথ বলিয়া স্বীকার করেন, আপনি ধর্ম্ম এবং সাধুগণের পূজ্য অতএব আপনার সহবাস বিরহ ভয়ে আপনারই সহগামিনী হইতেছি।

যম। সাবিত্রি! তুষ্ট হইলাম মনের অনুকূল বলিতেছ সত্যবানের জীবন ভিন্ন ঈপ্সিতবর যাচ্ঞা কর।

সাবিত্রী। ভগবন্! যদি একান্তই বর প্রদান করিবেন তবে আমার পিতা পুত্র বিহীন যাহাতে তাঁহার শতাধিক বলিষ্ঠ পুত্র হয় তাহা করুন।

যম। তথাস্তু, তাহাই হইবে, এক্ষণে যাও পতির ঊর্দ্ধ দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন করত পুনর্ব্বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ কর।

(পরিক্রমণ।)

(পশ্চাদবলোকন করিয়া) একি? পুনরায় আমার সহিত আসিতে লাগিলে?

সাবিত্রী। ভগবন্! ইহ সংসারে ধর্ম্মই এক মাত্র শ্রেষ্ঠ পদার্থ সাংসারিক যাবতীয় কর্ম্ম ধর্ম্মোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপে বিন্যস্ত, অতএব ভাগ্য ফলে যখন আপনার

দর্শন পাইয়াছি কখনই আপনাকে পরিত্যাগ করিব না, সংসারিক আচার আবৃত হইয়া আমার ইত্যাকার বিবেচনায় জনগণ ধর্ম্মোপার্জ্জনে বিরত হয়, কিন্তু পরিশেষে সাধুগণ ধর্ম্মই এক মাত্র নিত্য লাভের পন্থা জানিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনে নিবিষ্ট হন।

যম। সাবিত্রি! তুষ্ট হইলাম, মনের অনুকূল বলিতেছ, সত্যবানের জীবন ভিন্ন ঈপ্সিতবর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। ভগবন্! আমার শ্বশ্রূও শশুর অন্ধ যাহাতে তাঁহারা দিব্য চক্ষু লাভ করত স্বরাজ্য গ্রহণে সমর্থ হন এমত বর প্রদান করুন।

যম। তথাস্তু, তাহাই হইবে, যাও এক্ষণে গৃহে গমন কর। দেখ ক্রমে নিবিড়গাঢ় তিমির দ্বারা পৃথিবী আচ্ছন্ন হইল, নক্ষত্র জালমালা ব্যাপ্তাযামিনী ক্ষণে ক্ষণে চক্রবাক ও চকোর দিগের ধ্বনি ও মলয় সমীরণের দ্বারা জনগণের সম্যক্ তৃপ্তি কারিণী হইয়াছে, কিন্তু বনমধ্যে ভীষণ পশুগণ স্বীয় স্বীয় আহারান্বেষণার্থ ভয়ঙ্কর রবে ভ্রমণ করিতেছে, বৃক্ষপতিত শুষ্ক পত্র রাশী মর্ম্মর শব্দ এবং নিবার কণিত বারিধারা প্রপাতশব্দে অদূরস্থিত গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবম্বিধ সময়ে কুলকামিনীগণের বনমধ্যে অসহায় হইয়া থাকা উচিত নহে।

(পরিক্রমণ ও পশ্চাদবলোকন।)

একি! পুনরায় যে আমার সহিত আসিতে লাগিলে?

সাবিত্রী। এই জগন্মণ্ডলে মানবগণ লোভ পরবশ হইয়া বিবিধ প্রকার দুষ্কর্ম্মে অবিরত অভিরত থাকে, শাস্ত্রেও কথিত আছে লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় লোভ হইতে অভিলাষ জন্মে লোভ হইতে মোহ জন্মে এই হেতু লোভই সকল পাপের মূল কারণ, বিশেষতঃ যে স্থানে স্ত্রীলোকের পতি গমন করিবেন তাহারও সেই স্থানে যাওয়া উচিত, যদ্দ্বারা ধর্ম্ম ও সৎপন্থা লাভের বিশেষ উপায় সৃষ্ট হইতে পারে, আপনি আমার পতিকে যে স্থানে লইয়া যাইবেন আমিও সেই স্থানে গমন করিব।

যম। সাবিত্রি! মনের অনুকূল বলিতেছ, সন্তুষ্ট হইলাম, সত্যবানের জীবন ভিন্ন ঈপ্সিত বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। ভগবন্! মৃত পতির সহবাসে আমার গর্ব্ভে শতাধিক সন্ততি উৎপাদিত হউক।

যম। তথাস্তু, তাহাই হইবে যাও এক্ষণে গৃহে গমন করত শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সেবা করণে নিযুক্ত হও।

(প্ররিক্রমণ ও পশ্চাদবলোকন।)

একি? পুনরায় আমার সহিত আসিতে লাগিলে?।

সাবিত্রী। ভগবন্! সত্যই ইহ সংসারে শ্রেষ্ঠ পদার্থ তন্নিমিত্ত সাধুগণ প্রাণপণে যথার্থ পথে গমন করেন।

যম। হাঁ! ইহা অতীব যথার্থ, সত্যই সকলের শ্রেষ্ঠ পদার্থ।

সাবিত্রী। তবে ভগবানের বাক্য অন্যথা হইলে অন্য পরের কথায় নিষ্প্রয়োজন।

যম। (সরোষে) কি? আমার বাক্য অন্যথা হইবে? কাহার সাধ্য আমার বাক্যে প্রতিকূলতাচরণ করে।

সাবিত্রী। ভগবন্! ভবদীয় অনুগ্রহে মৃত পতির সহবাসে আমার গর্ব্বে শতাধিক সন্ততি উৎপাদিত হইবে কিন্তু আপনি আমার পতিকে পরিত্যাগ না করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তন্নিমিত্তই ভগবানের বাক্যের অন্যথা ভয়ে এবিষয় আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম।

যম। (স্বগত) অহো! কি ভ্রম আমি কি যথার্থই এরূপ বর প্রদান করিয়াছি, (কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন করিলেন) হাঁ হইলেও হইতে পারে পতিব্রতা স্ত্রী কখনই মিথ্যাবাদিনী হইতে পারে না, যাহা হউক ভবিতব্যতানুসারেই এবম্প্রকার মহতীঘটনা সংঘটিত হয়। যাহা হউক সত্যবানকে পরিত্যাগ করত গমন করাই শ্রেয়ঃকল্প (প্রকাশে) সাবিত্রি! অশেষ প্রকার পরীক্ষা দ্বারা জানিলাম, তুমি পতিপ্রাণা পতিব্রতাগণ শ্রেষ্ঠা জগতীতলে তোমার ন্যায় পতিব্রতাসতী অদ্যাবধি অবতীর্ণা হয় নাই। বিশেষতঃ তুমি নানাগুণ সম্পন্না এক্ষণে আমার বরে তোমার পতি পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইয়া ধরাধামে শতাধিক বর্ষকাল সুখে সাম্রাজ্য পালনে সক্ষম হইবেন, এবং পৃথিবীতলে কি বালক কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই তোমার গুণ কীর্ত্তন করিবে যদিপতিব্রতাসতীর উপমার প্রয়োজন হয় যদি কামিনী পতি শুশ্রূষণ বিধি

শিক্ষা করিতে অভিলাষিণী হন তাহা হইলে তোমার দৃষ্টান্তের অনুগামিনী হইবে।

গীত।

রাগিণী কেদারা, তাল চৌতাল।

রাজ্ঞী ধনেশ্বরী কৃপা করি দুইজনে।
তব গৃহে রবেন সদা বদ্ধ হয়ে নিজগুণে॥
তব কুল কামিনী, হয়ে পতি সোহাগিনী,
সতীত্ব রাখিতে যত্ন করিবেন একমনে।
সাবিত্রী গুণ কীর্ত্তন, করিবেন অনুক্ষণ,
ধর্ম্ম জ্ঞান পরায়ণ, হোক সব প্রজাগণে॥

(পট প্রক্ষেপেণ নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে।)

সমাপ্ত।